ধরাশায়ী ম্যাক্রোঁর দল, কট্টরপন্থীদের জয় ফ্রান্সে
সারে-জমিন

গ্রামে কাঁচা রাস্তার বেহাল দশা, অবরোধ বাসিন্দাদের
রূপসী বাংলা

দেশে চালু হওয়া নতুন তিন আইন নিয়ে এত বিতর্ক কেন?
সম্পাদকীয়

৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মেধা অন্বেষণ
স্টাডি পয়েন্ট

দ্রাবিড় কোচ পদে থাকছেন না, জানালেন জয় শাহ
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২ জুলাই, ২০২৪
১৮ আষাঢ় ১৪৩১
২৫ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 177 ■ Daily APONZONE ■ 2 July 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

বিজেপি-আরএসএস মানেই গোটা হিন্দু সমাজ নয়: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সোমবার একটি লড়াকু বক্তৃতা দিয়ে নজর কাড়েন যা বিভিন্ন সমালোচনামূলক বিষয়কে আলোকপাত করে। হিন্দু ধর্ম থেকে শুরু করে নিট পরীক্ষা ছিল রাহুলের সংসদে বক্তব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার বক্তব্যের সমর্থনে কংগ্রেস সাংসদরা এগিয়ে এলেও ক্ষমতাসীন বিজেপি তার বিরোধিতা করেছে। সংসদে রাহুল গান্ধি বেশ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছেন।

হিন্দু ও বিজেপির আদর্শ:
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি চলতি সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সোমবার ভাষণ শুরু করে ক্ষমতাসীন বিজেপির কড়া সমালোচনা করে বলেন, হিন্দুত্ব ভয়, ঘৃণা ও মিথ্যা প্রচারের জন্য নয়। তিনি ভগবান শিবের ছবি তুলে ধরে বলেন, প্রকৃত হিন্দুধর্ম হল নির্ভীকতা ও অহিংসা। একজন হিন্দু কখনও হিংসা ছড়াতে পারে না, একজন হিন্দু কখনও ঘৃণা ছড়াতে পারে না। বিজেপি ঘৃণা ও হিংসা ছড়ায়, আর আপনারা হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাধা দিয়ে বলেন, গোটা হিন্দু সমাজকে হিংসাত্মক বলা একটি গুরুতর বিষয়। রাহুল বলেন, বিজেপি এবং আরএসএস পুরো হিন্দু সমাজ নয়।

নিট কাণ্ড:
লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরেই রাহুল ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা ‘নিট’-এর অনিয়মের প্রসঙ্গ তোলেন। একাধিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ২ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দাবি করে তিনি এ বিষয়ে বিতর্ক আলোচনার দাবি জানান। তিনি বলেন, সত্যিটা হল নিটের ছাত্ররা পরীক্ষায় বিশ্বাস করে না, তারা মনে করে যে এটি ধনী শিক্ষার্থীদের জন্য ছক করা।

রাহুলকে বিজেপির আক্রমণ:
রাহুলের সংসদে অভিযোগ করেন, বিজেপি সংবিধান ও ভারতের মৌলিক ধারণার ওপর পদ্ধতিগত আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি তার বিরুদ্ধে দায়ের করা ২০টিরও বেশি মামলা, তার বাড়ি কেড়ে নেওয়া এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ৫৫ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদসহ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তার দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশে আমার উপর হামলা হয়েছে। সংবিধান নিয়ে তিনি বলেন, এটা দেখে ভাল লাগছে যে বিজেপির লোকেরা এখন আমার পরে ‘জয় সংবিধান’ পুনরাবৃত্তি করছে।

কৃষক বিক্ষোভ:
রায়বেরিলির কংগ্রেস সাংসদ কৃষক বিক্ষোভের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতারা প্রতিবাদী কৃষকদের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের গ্যারান্টিযুক্ত এবং ঋণ মকুবের দাবিগুলিকে সমর্থন করেছিলেন এবং কৃষকদের দুর্দশা উপেক্ষা করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন।

মণিপুর সংকট:
সংসদের ভাষণে রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা এটিকে দেশের অংশ বলে মনে করেন না। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে চলমান অস্থিরতা এবং এর প্রতি সরকারের স্পষ্ট উদাসীনতার কথা তুলে ধরেন।

অগ্নিবীর স্কিম:
রাহুল সেনাবাহিনীতে অস্থায়ী নিয়োগের অগ্নিবীর প্রকল্পকে “ব্যবহার এবং নিক্ষেপ” শ্রম হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি এর নির্বিচারে বাস্তবায়নকে নোট বাতিলের সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, এই প্রকল্পটি সৈন্যদের মধ্যে বৈষম্যমূলক ছিল, উল্লেখ করে যে অগ্নিবীররা যুদ্ধে প্রাণ হারালে তাদের শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয় না বা পেনশন দেওয়া হয় না। তিনি ভারত জোড়ো যাত্রা থেকে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেনাদের মধ্যে অসন্তোষের কথা তুলে ধরেন।

অযোধ্যা:
অযোধ্যা বিমানবন্দর ও আশপাশের পরিকাঠামো নির্মাণের ফলে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণের অভাবের কথা উল্লেখ করেন রাহুল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পপতি ‘মিস্টার আদানি’কে আমন্ত্রণ জানানো হলে স্থানীয়দের অসন্তোষের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

স্পিকারকে কটাক্ষ:
লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গেও কথা কাটাকাটি হয় রাহুল গান্ধির। বিড়লার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাহুল বলেন, আপনিই লোকসভার চূড়ান্ত মধ্যস্থতাকারী। আপনি যা বলছেন তা মূলত ভারতীয় গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে।

প্রথম নজর

আমাকে চুপ করাতে গিয়ে বিজেপিকে চুপ করিয়ে দিয়েছে জনগণ: মহুয়া

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোমবার ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শেষ লোকসভা অধিবেশন থেকে তাকে বহিষ্কার করার জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, তার কণ্ঠরোধ করার জন্য বিজেপিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। যার ফলে ৬৩ জন বিজেপি সাংসদ পরাজিত হয়েছেন। সংসদের যৌথ অধিবেশনে মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘বিজেপির রাজতন্ত্র এদেশের লোকতন্ত্র কমিয়ে দিয়েছে। এই সরকার স্থিতিশীল সরকার নয়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারের সময় একবার ‘মুসলিম’, ‘মাদ্রাসা’, ‘মাটন’, ‘মাছলি’ এবং ‘মুজরা’ উল্লেখ করলেও ‘মণিপুর’ উল্লেখ করেননি। মহুয়া বলেন, বিজেপি নারীশক্তিকে ভয় পাচ্ছে। এবার ৭৪ জন মহিলা সাংসদ। ২৪০জন বিজেপি সাংসদের মধ্যে ৩০ জন মহিলা। যদিও তৃণমূলে ৩৮ শতাংশ মহিলা সাংসদ।

গুজরাতে ক্রিকেট মাঠে পিটিয়ে মারা হল সালমানকে

আপনজন ডেস্ক: গত ২২ জুন গুজরাতের আনন্দ জেলার চিখোদারা গ্রামে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ চলাকালে সালমান বোহরা নামে ২৩ বছর বয়সি এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে আসা একদল লোক সালমানের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লে দলটি হিংস্র হয়ে ওঠে এবং সালমানকে পিটিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। সালমান ছাড়াও আরও দুই মুসলিম আহত হয়েছেন, তাদের একজনের প্রায় ১৭টি সেলাই এবং অন্যজনের প্রায় ৭টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। দ্য কুইন্ট-এর রিপোর্ট অনুসারে, স্থানীয়রা বলেছেন যে ম্যাচের আগে থেকেই উত্তেজনা শুরু হয়েছিল কারণ টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া একটি দলে বেশিরভাগ খেলোয়াড় মুসলিম ছিল এবং তারা “ভাল খেলছিল” যা “হিন্দুত্বপন্থী” স্থানীয়দের একটি অংশকে বিরক্ত করে তোলে। খবরে বলা হয়েছে, ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজকরা এর কারণে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিষয়ে সতর্ক করেছিল এবং অনেক মুসলিম খেলোয়াড় ম্যাচে অংশ নেওয়া নিয়ে ভয় প্রকাশ করেছিলেন।

জঙ্গিযোগে উত্তরপ্রদেশ এটিএস গ্রেফতার করল বিজেপির যুবনেতাকে

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এটিএসের হাতে ধৃত পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি যুব নেতা। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদায় অভিযান চালায় অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড বা সন্ত্রাস দমন শাখা। জঙ্গিযোগে বাগদার যুব বিজেপির সাধারণ সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে তাঁরা। তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম বিক্রম রায়। পেশায় টোটো চালক। তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সূত্রে খবর, তাঁর বিরুদ্ধে মানব পাচারের অভিযোগও রয়েছে। তাছাড়াও নাশকতামূলক কার্যকলাপেও সঙ্গেও জড়িত বিক্রম। জানা গিয়েছে বাগদার আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঙুলিয়া গ্রামে বাড়ি বিক্রম রায়ের। সে বিজেপির বাগদা ২ নম্বর মন্ডলের যুব সাধারণ সম্পাদক। বাগদা পুলিশের সহযোগিতায় সোমবার বিকেলে উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড গাঙুলিয়া থেকে বিজেপির এই যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রে খবর ধৃত বিক্রমের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৪১৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭১ ধারা এবং ১৪ ফরেনার্স অ্যাক্টে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, এরা প্রচুর রোহিঙ্গাদের দেশে ঢুকিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড করে দিয়েছে। দেশবিরোধী কাজ করছে। আর এদেরই দলের দায়িত্বপূর্ণে পদে বসাচ্ছে বিজেপি। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, বিক্রম গরিব ঘরের ছেলে। টোটো চালায়। কোনও যাত্রী হয়তো ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়েছিল। সেই সূত্রেই ওকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিনা দোষে কোনও গরিব ঘরের ছেলেকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তবে যদি দোষ প্রমাণিত হয়, তবে আইন আইনের পথে চলবে।

প্রথম নজর

চোর সন্দেহে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে প্রহারে মৃত্যু

জিয়াউল হক ● তারকেশ্বর

আপনজন: চোর সন্দেহে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মার! ২৩ বছরের যুবকের মৃত্যু হুগলির তারকেশ্বরে তারকেশ্বর থানার পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবাঁধ এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মান্না। তিনি পেশায় গাড়িচালক। পুলিশ সূত্রে খবর, দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে।চোর সন্দেহে বেধড়ক মারের জেরে যুবকের মৃত্যু হুগলির তারকেশ্বরেও। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মান্না। তিনি পেশায় গাড়িচালক। পুলিশ সূত্রে খবর, দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে।

তারকেশ্বর থানার পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবাঁধ এলাকার ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ, চোর সন্দেহে রবিবার রাতে বিশ্বজিৎকে বাড়ি থেকে তুলে যান জনৈক বিকাশ সামন্ত ও তাঁর ছেলে দেবকান্ত সামন্ত। বিশ্বজিৎকে বেধড়ক মারধর করেন তাঁরা। বিশ্বজিতের মায়ের দাবি, তাঁর ছেলে চুরি করেননি বলে তিনি কাকুতিমিনতি করেছিলেন অনেক। তাঁকেও সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

মারের চোটে সংজ্ঞা হারান বিশ্বজিৎ। ওই অবস্থায় তাঁকে রাত ২টো নাগাদ তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসক বিশ্বজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত বিকাশ ও তাঁর

আইনজীবী কর্মবিরতি ডায়মন্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: সংশোধিত নতুন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবার ফৌজদারী ও সিভিল আদালতে কর্মবিরতি আইনজীবীদের। সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার ডায়মন্ড হারবার আদালতে পেন ডাউন করেন ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল ও সিভিল কোট বার এসোসিয়েশনের সদস্যরা। আন্দোলনকারী আইনজীবীরা জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ফৌজদারী ও সিভিল মামলায় আইন সংশোধন করে যে নতুন আইন প্রণয়ন করেছেন তার সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এরই প্রতিবাদে সোমবার ডায়মন্ড হারবার আদালতে পেন ডাউন করেন আইনজীবীরা।

আমি কোনও পদের জন্য লালায়িত নই, সভাপতি প্রসঙ্গে অধীর

উন্মার সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে কী নতুন লোক ? জল্পনা রাজনৈতিক মহলে । আর এই জল্পনায় ইন্ধন দিলেন খোদ অধীর চৌধুরী। জল্পনা শুরু সোমবার বহরমপুর জেলা কংগ্রেস ভবনে অধীর চৌধুরীর সাংবাদিক সম্মেলনের মন্তব্য ঘিরে। এবার কি তবে সত্যিই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির মুখ হিসাবে অধীরকে বদলাতে চলেছে দিল্লি। লোকসভা ভোটে অধীর চৌধুরীর হারের পর থেকেই এই বদলের জল্পনা শুরু হয়। গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, বেশ কয়েকদিন আগেই নাকি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন অধীর। যদিও প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে এই জল্পনা ভিত্তিহীন বলেই দাবি করা হয়। এরইমধ্যে নতুন করে আবারও চর্চা শুরু। শোনা যাচ্ছে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে এবার দিল্লিতে তলব করা হয়েছে বঙ্গের নেতাদের।যদিও এ বিষয়ে আজ সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে অধীর চৌধুরী বলেন সভাপতি কোনো স্থায়ী পদ নয়, কেউ ৯৯ বছরের লিজ দেয়নি, আমি কোনো পদের জন্য লালায়িত নই, পদের জন্য আমি কোনোদিন লালায়িত ছিলাম না, আগামী দিনেও থাকবো না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে একাধিক গণপ্রহার এবং তাতে মৃত্যু এছাড়াও নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তৃণমূল সরকারকে তোপ দাগেন অধীর চৌধুরী। সূত্রের খবর, চলতি মাসের ৮ থেকে ১০ তারিখের মধ্যেই বাংলা নিয়ে দিল্লিতে একটি বিশেষ বৈঠক ডাকা হচ্ছে কংগ্রেসের তরফে। এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ নেতৃত্বের তরফে কমপক্ষে ২৫ জনকে ডাকা হবে বলেও সূত্রের দাবি।

ভোটের আগে বাগদায় সেতু পরিদর্শনে জেলা পরিষদের সভাধিপতি

এম মেহেদী সানি ● বাগদা

আপনজন: ১০ই জুলাই বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন, তার আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা ব্লকের ১২ টি বেহাল সেতু পরিদর্শনে যান উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী । এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন । জেলা সভাধিপতিকে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উপরে দেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, ভোট আসে ভোট যায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই প্রতিশ্রুতি দেন সেতু সমস্যা সমাধানের জন্য, ভোট মিটলেও প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি থেকে যায়, সমস্যায় ভোগেন বাগদা এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ। তবে সোমবার সেতু পরিদর্শনে গিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনে তা সমাধানের আশ্বাস দেন নারায়ণ গোস্বামী। পাশাপাশি আক্ষেপের সুরে নারায়নকে বলতে শোনা যায় ‘উন্নয়ন করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সমর্থনের বেলায় আপনি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে নেই এটা তো খারাপ।’

এ দিন বাগদার দেয়াড়া বালির মাঠ এলাকায় একটি বাঁশের সেতু পরিদর্শনে গেলে গ্রামের মহিলারা বাশের সাঁকো পারাপারের বিভিন্ন অসুবিধার কথা তুলে ধরেন নারায়ণ গোস্বামীর কাছে । পাশাপাশি সিন্দ্রানী এলাকায় রাঘবপুরে অপর একটি বাঁশের সেতু পরিদর্শনে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় নারায়ণকে । স্থানীয়দের অভাব অভিযোগ সমস্যার কথা জেনে নারায়ণ গোস্বামী সাধারণ মানুষের কে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি যখন এসেছেন অবশ্যই ব্রিজ হবে । উল্লেখ্য পরপর বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে থাকছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

এবার বিশ্বজিৎ দাসের দল পরিবর্তনের কারণে বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে ফের উপনির্বাচন হচ্ছে, এই নির্বাচনে বিধানসভাটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস।

গ্রামের কাঁচা রাস্তার বেহাল দশা, পাকা করার দাবিতে অবরোধ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গ্রামীণ রাস্তা কাঁচা এবং বেহাল দশা। সামান্য বৃষ্টিতেই জলপূর্ন হয়ে পরে গ্রামের কাচা রাস্তা । ভাঙ্গাচুরা বেহাল রাস্তা গ্রামের মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। বার বার গ্রামের বেহাল কাঁচা রাস্তাকে পাকা রাস্তা করার দাবি করেছেন গ্রামের মানুষ। কিন্তু আবেদন নিবেদন অনুরোধ কান দেয়নি প্রশাসন। এবার গ্রামের বেহাল কাঁচারাস্তা পাকা করার দাবি নিয়ে আন্দোলনের পথে বাঁকুড়ার নিকুঞ্জপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচামী গ্রামের মানুষ। সোমবার সকাল থেকে বাঁকুড়ার ওন্দা থানার নিকুঞ্জপুর স্কুল মোড়ের কাছে নবান্দা থেকে জয়কৃষ্ণপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ শুরু করেন গ্রামের মানুষজন। গ্রামের সর্ব স্তরের মানুষের একটায় আওয়াজ আগে রাস্তা হোক তারপর অবরোধ উঠবে। গ্রামের মানুষকে বিপাকে ফেলে বার বার আবেদন নিবেদন করেও যখন মানুষের দাবি পূরন না হয় তখন আন্দোলন করেই দাবি আদায় করতে হবে এমনটাই জানান আন্দোলনকারীরা। তারা আজ রাস্তার জন্য পথে নেমেছেন প্রশাসনের নজর আসুক দাবি আন্দোলনকারীদের। তাদের আশা এই অবরোধের খবর গেলে প্রশাসন নজর দেবে।

এ রাজ্যে ক্রাইম হলে প্রশাসন রেওয়াত করবে না: ফিরহাদ হাকিম

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: এ রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নয়,জেপি নাড্ডার এহেনো মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মেজাজ হারালেন ফিরহাদ হাকিম।

তার মতে হাতরাস , মনিপুর, গুজরাট সহ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলাদের ওপর কি ধরনের অত্যাচার হচ্ছে তা কি বিজেপির নেতারা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না? প্রশ্ন ফিরহাদের।যারা এহনো মন্তব্য করে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করছেন তাদের উচিত, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ও নেতার পদত্যাগ করা ।

ফিরহাদের দাবি, এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এ রাজ্যে ক্রাইম হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং প্রশাসন তাকে রেওয়াত করে না। যোগী রাজ্যের মত এখানে এনকাউন্টার না হলেও কঠোর হাতে দোষীদেরকে আইনের সামনে বা বিচার ব্যবস্থার সামনে দাঁড় করানো হয়। বিচার ব্যবস্থার নির্দেশ অনুসারেই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। যে অপরাধ করে তার সাত দেয় না রাজ্যের প্রশাসন। চোপড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে ফিরহাদের মন্তব্য, প্রশাসন গোটা বিষয়টি দেখছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন থেকে কথা না বলে না জেনে তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না।

ব্যবসায়ীকে গুলি করে সাত লক্ষ টাকা লুট

নকীব উদ্দিন গাজী ● মগরাহাট

আপনজন: ব্যবসায়ীকে গুলি করে ৭ লক্ষ টাকা ছিনতাই। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মগরাহাট থানার দিঘীরপাড় এলাকায়। গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী অশোক ছাটুই মগরাহাটের মাইতির হাট এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় মাইতির হাট এলাকার বাসিন্দা নিত্যদিনের মতো ব্যবসার তাগিদে বের হন, ব্যবসার টাকা তুলে চরন থেকে ফেরার পথে দিঘীরপাড় বাজারের কাছে দুষ্কৃতীরা অন্ধকারে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলিবদ্ধ হন ওই ব্যবসায়ী, দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীর থেকে ৭ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন আহত ব্যবসায়ীকে । অন্যদিকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

বারুইপুরে কর্মবিরতি আইনজীবীদের

আসিফা লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকার নতুন তিনটি আইন পাশ করেছে ২০২৩-২০১৪ অর্থবছরে। সেই আইন বলবৎ হওয়ার কথা ১জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে। এই আইনের জন্য কিছু দিন আগে বারুইপুর মহাকুমা আদালতে আইনজীবীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল যাতে এই আইন বলবৎ না হয়। আবার এই আইন যাতে বলবৎ না হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন। তবু এই আইন বলবৎ হচ্ছে ১ জুলাই থেকে। সোমবার এই নতুন আইনের প্রতিবাদে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ বারুইপুর মহাকুমা আদালতে। আইনজীবী থেকে আরম্ভ করে মামলাকারীরাও এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের ও আইনজীবীদের একাংশের। নতুন আইন জনস্বার্থে বিরোধী বলেও জানান তারা। বিক্ষোভ দেখানোর সময় আইনের নতুন বই ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিধান রায়ের মৃত্যুদিন পালন কংগ্রেসের

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ১ জুলাই ডা: বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন। এই দিনটিকে স্মরণে রেখে পালিত হয় জাতীয় চিকিৎসব দিবস। ড: বিধান চন্দ্র রায় একদিকে যেমন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই রাজনীতিবিদ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভারও পালন করেছিলেন। তিনি ১৪ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।তাঁর জন্ম ১৮৮২ সালের ১ জুলাই ও মৃত্যু দিবস ১৯৬২ সালের একই দিনে।এদিন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাংলার রূপকার বিধান চন্দ্র রায়ের ৮০ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলেন সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস কমিটি । প্রতিছবিতে মাল্যদান করলেন সাইথিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কাশেম শেখ ও সভাপতি অসীম ব্যানার্জি এবং পুষ্প দান করলেন মাঠপলসা অঞ্চল সভাপতি আবুল হাসনা ও অন্যান্য নেত্রী বর্গ।

কঠিন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থার সূচনা দেগঙ্গায়

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের নূরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় এবং দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ ব্যবস্থার উদ্বোধন হল সোমবার নূরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাজিলপুরে।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিডিও ফাহিম আলম,দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ,কর্মাধ্যক্ষ এনামুল হক, সদস্য সুনীল বরণ ঘোষ, স্থানীয় প্রধান নজরুল ইসলাম, তুষার ঘোষ সহ আরও অনেকে।বিডিও ফাহিম আলম বলেন,বিগত দুই তিন বছরে আমাদের সরকারের এটা একটা বড় ফোকাসের মধ্যে আছে যে, আমাদের যে সলিড ওয়েস্ট বা লিকুইড ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে সেগুলোকে প্রসেস করা।আনিসুর রহমান বলেন, এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রজক্ট।কঠিন বর্জ্য পদার্থগুলোকে যদি এখানে নিয়ে এসে সঠিক পরিণতি করতে পারি তাহলে সবার উপকার হবে।

জবরদখল মুক্ত করতে সক্রিয় জেলা প্রশাসন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গাজোল শহরের বিভিন্ন সরকারি জায়গা জবরদখল মুক্ত নিয়ে একটি আলোচনা সভা এবং গাজোল শহরের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন গাজোল প্রশাসনিক বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস ও গাজোল ব্যবসা সমিতির সভাপতি বিধান রায় থেকে আরো অনেকে তারা প্রথমে গাজোল ব্লক দপ্তরে বসে একটি আলোচনা সভা করেন। কিভাবে জবরদখল মুক্ত করা যায় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে গাজোল শহরে যানজট মুক্ত করা যায় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস যুগ্ম বিডিও সুব্রত শ্যামল গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন মালদা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মদক্ষ রিতা সিংহ মালদা জেলা পরিষদের সদস্য দীনেশ টুডু সাগরিকা সরকার গাজোল থানার আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ।

রথযাত্রা নিয়ে শান্তি কমিটির বৈঠক থানায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ২২ শে শ্রাবণ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে রথযাত্রা।সেই উপলক্ষে সোমবার খয়রাশোল থানার আয়োজনে স্থানীয় থানার সভাগৃহে রথযাত্রা কমিটির সদস্য সহ এলাকার বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি শান্তি কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। থানার তরফে উপস্থিত সকলকে অবগত করা হয় যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও নির্দিষ্ট রাস্তায় রথ পরিক্রমা করবে।দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার ওপর ঝুলে থাকা ইলেকট্রিক তার থেকে সাবধান,সতর্ক ভাবে সেই সমস্ত জায়গায় রথ নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়।তাছাড়া যদি মনে হয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ইলেক্ট্রিক তার থেকে তাহলে সাথে সাথে রথযাত্রা বেরোবার আগেই ইলেক্ট্রিক অফিস এবং থানার সাথেও যোগাযোগ করার কথা উল্লেখ করেন।ডি জে মাইক না বাজানো,মদ্যপানকারীদের পরিক্রমায় স্থান না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।সামাজিক সচেতনতার লক্ষে জমি কেনা,গাড়ি কেনা,সাইবার ক্রাইম থেকে সতর্ক থাকা,এলাকায় অপরিচিত বা সন্দেহজনক লোক দেখলে থানায় খবর দেওয়া, ফেসবুকে বিদ্বেষমূলক পোষ্ট থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চিকিৎসক দিবসে রক্তদান শিবির চাপড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ১ লা জুলাই, জাতীয় চিকিৎসক দিবস তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রূপকার এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নদীয়া জেলার চাপড়া বিধানসভায় বিনামূল্যে হেলথ ক্যাম্প,ঔষধ বিতরণ ,হিমোগ্লোবিন ও ব্লাড সুগার পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করে ইউনিক ইউনিভার্স ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজ সেবক তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক আসিফ খান। এদিন প্রায় ১০০ জনের চিকিৎসা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস মেডিকেল সেলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডা. শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বসিরহাট হাসপাতালে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাট জেলা হাসপাতালে বসিরহাটের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলো এগিয়ে আসছে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে। গতকাল রবিবার দুপুরে হঠাৎ ক্যান্সার আক্রান্ত রোগ রক্তের প্রয়োজন দেখা দিলে এগিয়ে আসে বসিরহাট অন্যতম সামাজিক সংগঠন মানবতার ফেরিওয়ালা। সংগঠনের সভাপতি সামিম কয়াল জানান, বসিরহাট জেলা হাসপাতালে এই মুহূর্তে প্রচুর রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে সেজন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি মুমূর্ষ রোগীগুলোর পাশে দাঁড়ানোর।

‘ইচ্ছে উড়ান’

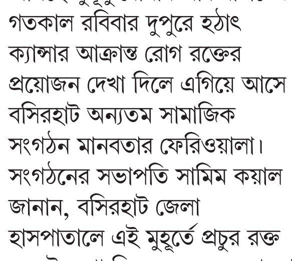

আপনজন ‘ইচ্ছে উড়ান’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সপ্তম বর্ষপূর্তিতে অনুষ্ঠিত হল বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার গোবরডাঙ্গায় ওই সংস্থার পক্ষ থেকে শতাধিক সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা সহ বিশেষভাবে সক্ষমদের সহায়তা করা হয়।

ছবি ও তথ্য: এম মেহেদী সানি

পুকুর সেচে জল-কাদায় মাছ ধরার চিরাচরিত চিত্র আজও বহমান গ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: আবারো দেখা মিলল গ্রাম বাংলার সেই পুকুর সেচে জল কাদায় মাছ ধরার চিরাচরিত চিত্র। হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম-বাংলার মাছ ধরার উৎসব। আগে খাল-বিল, পুকুর-ডোবা আর খেত শুকিয়ে গেলে গ্রামের মানুষ দল বেঁধে থালা-বাটি নিয়ে মাছ ধরার জন্য নেমে যেত। আবার পুকুর সেচে মাছ ধরার চিত্র দেখা যেত। এ সময় আনন্দ উল্লাসে গ্রামের মানুষ ডোবা, নালা, খাল-বিলের শূন্য পানিতে কাঁদার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তুলে আনত একের পর এক মাছ। তবে গ্রামবাংলায় কোথাও কোথাও এখনো সে মাছ ধরার দৃশ্য চোখে পড়ে। আবারো এমনই এক দৃশ্য দেখা গেল বহরমপুরের নিয়াল্লিশপাড়া এলাকায়। পুকুরের সেচে ফেলে মাছ ধরার সে চিরাচরিত দৃশ্য যেন মনে করিয়ে দিল আগের দিনের সেই দৃশ্য। সকাল সকাল পুকুরের জল তুলে ফেলে কাঁদা থেকে মাছ ধরতে দেখা গেল ছোট থেকে বড় সকলকেই। তারা জানান মূলত কাদা থেকে চ্যাং ,ছিমরি,কই,সোল ইত্যাদি মাছ পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রাম বাংলার সেই মাছ ধরার চিরাচরিত দৃশ্য হারিয়ে গেলেও কিছু মানুষ সেই পরম্পরাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

চিকিৎসক দিবস দানবীর হেল্থ কেয়ারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ১ জুলাই চিকিৎসক দিবস তথা ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম বার্ষিকী পালন করা হল হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অধীনে বাড়গড়চুমুক দানবীর অ্যাকাডেমিতে।

সোমবার দানবীর হেল্থ কেয়ারের সাপ্তাহিক ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের দিন । পবিত্র আল কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। জাতীয় চিকিৎসক দিবস সম্মানার্থে দানবীর হেল্থ কেয়ারের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সরোজ পালকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করেন অ্যাকাডেমির বিশিষ্ট শিক্ষক হরিপদ দাস। ব্যাচ ও উত্তরনীয় দিয়ে সম্মানিত করেন অ্যাকাডেমির দুই ছাত্র সোহান ও আব্বাস। অ্যাকাডেমির লোগো সম্বলিত কফি মগ দিয়ে পুরস্কৃত করেন অ্যাকাডেমির বিশিষ্ট আরবি শিক্ষক মাওলানা আব্দুল জাব্বার খাঁন। সঙ্গে একটি মোমেন্ট তুলে দেন দানবীর অ্যাকাডেমির প্রাণ

পুরুষ দানবীর সেখ সইদুল ইসলাম । দানবীর সইদুল ইসলামকেও তাঁর অনন্য অবদানের জন্য ব্যাচ ও উত্তরনীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মফি মুন্সি। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অ্যাকাডেমির সম্পাদক সেখ জোবায়ের হোসেন (শিমুল) ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যাকাডেমির বিশিষ্ট চিকিৎসক স্বরোজ পালের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

প্রথম নজর

প্রতি বছর ৩ কোটি মানুষকে উমরাহর সুযোগ দেবে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। দেশে ফিরতে শুরু করেছেন হাজিরা। এরপরই উমরাহহর ই-ভিসা দেওয়া শুরু করছে সৌদি আরব। আগামী ১৯ জুলাই থেকে সৌদি আরবে যেতে পারবেন উমরাহযাত্রীরা। এখন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পবিত্র উমরাহ পালনকারীর সংখ্যা তিন গুণ করতে চায় সৌদি আরব। অর্থাৎ বছরে ৩ কোটি উমরা পালনকারীতে উন্নীত করতে চায় দেশটি। সৌদি আরবের উমরাহ বিষয়ক সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি আবদুর রহমান বিন ফাহদ স্থানীয় টেলিভিশন আল আখবারিয়াকে এ তথ্য জানিয়েছেন। শনিবার (২৯ জুন) গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এই খবর জানানো হয়। আবদুল রহমান বিন ফাহদ বলেন, ‘প্রতি বছরই উমরাহ পালনকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এমন বাস্তবতায় উমরাযাত্রীর সংখ্যা চলতি বছর এক কোটি থেকে বাড়িয়ে তিন কোটি করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা রয়েছে রিয়াদ সরকারের।’ গত বছর দেশটিতে ৪৫ লাখের বেশি মানুষ পবিত্র উমরাহ পালন করেছেন। এই তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশিরা। নতুন হিজরি বর্ষ শুরুর প্রথম ছয় মাসে হজের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে সৌদি আরবে যান ৪৫ লাখের বেশি মানুষ। নতুন হিজরি বর্ষ শুরুর পর থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ উমরা ভিসা চালু করা হয়। এর মধ্যে ৪০ লাখের বেশি মানুষ উড়োজাহাজে এবং প্রায় ৫ লাখ বিভিন্ন বর্ডার এলাকা দিয়ে ও ৩ লাখ ৬ হাজার ৭৫ জন সমুদ্রপথে উমরা পালনের জন্য সৌদি আরবে যান। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি উমরাযাত্রী এসেছেন ইন্দোনেশিয়া থেকে, যা ১০ লাখ ৫ হাজার ৬৫ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। দেশটির উমরা পালনকারীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯২ হাজার ২০৮ জন। পাশাপাশি তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। দেশটি থেকে উমরা যাত্রীর সংখ্যা ৪ লাখ ৪৮ হাজার ৭৬৫ জন। চতুর্থ অবস্থানে আছে মিশর। দেশটি থেকে ৩ লাখ ৬ হাজার ৪৮০ জন উমরা পালন করেন।

সৌদিতে এবার নিলামে অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন প্রবাসীরাও

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরবে এখন থেকে প্রবাসীরাও যে কোনো পাবলিক নিলামে অংশ নিতে পারবেন। রোববার (৩০ জুন) এই ঘোষণা দিয়েছে সৌদি জাকাত, ট্যাক্স এবং কাস্টমস অথরিটি (জাটকা)। নতুন এই সিদ্ধান্তকে সৌদি আরবের কাস্টমস নীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। সৌদি কাস্টমস অথরিটি জানিয়েছে, যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য স্থল, সমুদ্র এবং বিমানবন্দরগুলোতে নিলাম পদ্ধতির সংগঠন এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা। পরিবর্তিত নিয়মগুলি সৌদির নিলাম প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ করবে বলে মনে করছেন কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, সৌদি আরবের নিলাম পদ্ধতিকে আরও দক্ষ এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রবেশযোগ্য করা হবে। এখন থেকে নাগরিক এবং প্রবাসী উভয়েই পাবলিক নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। নতুন নিয়মে সরকারী চ্যানেলের মাধ্যমে সর্বজনীন নিলাম ঘোষণা করা হবে। কাস্টমস অথরিটির ওয়েবসাইটে সবধরনের নিলামের বিবরণ প্রদান করা। যে কেউ নিলামে অংশ নিতে পারবেন এবং এতে সময় এবং শ্রম সাশ্রয় হবে। নতুন নিলাম পদ্ধতি আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে এবং দরপত্রের স্বচ্ছতা বাড়াবে। বাজেয়াপ্ত, পরিত্যক্ত বা জব্দকৃত পণ্য যখন নিলামে তোলা হবে তখন প্রবাসীরাও তা কিনতে পারবেন। আগে প্রবাসীরা সৌদি নিলামে অংশ নিতে পারতেন না। সৌদি নিলাম নীতির এই সংস্কারকে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর প্রবাসীরাও এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন।

ধরাশায়ী ম্যাক্রোঁর দল, কট্টরপন্থীদের জয় ফ্রান্সে

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সে আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। রোববার (৩০ জুন) অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে জয় পেয়েছেন কট্টর ডানপন্থিরা। অন্যদিকে ভোটে হতাশাজনক ফল পেয়েছে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর জোট। আইপিএসওএসের প্রাথমিক প্রাক্কলনে আরএনের নেতৃত্বে কট্টরপন্থী জোট ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে, বামপন্থি জোট ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবং ম্যাক্রোঁর জোট ২০ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এ নির্বাচনে ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে। এতে মনে হচ্ছে, আগামী রোববার দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোটের পর ৫৭৭ আসনের জাতীয় পরিষদে আরএন ২৩০ থেকে ২৮০ আসনে জয়লাভ করবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২৮৯টি আসন। সম্প্রতি গঠিত বামপন্থী জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) ১২৫ থেকে ১৬৫ আসন পাবে। ম্যাক্রোঁর এনসেম্বল এবং তার মিত্ররা ৭০ থেকে ১০০ আসন পেতে পারে। ফ্রান্সের ভোটার প্রায় ৪ কোটি ৯০ লাখ। মেরিন লে পেন তার উত্তরাঞ্চলীয় নির্বাচনী এলাকা হেনিন-বিউমন্টে উৎফুল্ল সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণে বলেন, গণতন্ত্র কথা বলেছে এবং ফরাসিরা আরএন ও তার মিত্রদের শীর্ষে রেখেছে। জনগণ কার্যত ম্যাক্রোঁ শিবিরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, জনগণ স্পষ্টতই সাত বছরের অবমাননাকর এবং ক্ষয়কারী শাসনের পরে পৃষ্ঠা উল্টাতে চায়। ম্যাক্রোঁ ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন এবং উচ্চ ভোটার উপস্থিতির প্রশংসা করেছেন। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে তিনি ভোটারদের ‘প্রজাতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক’ প্রার্থীদের ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছেন। জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় ফ্রান্সের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকানোর আশ্বাস দেওয়ার পরও দেশটিতে অভিবাসনবিরোধী এবং কট্টরপন্থী আরএন দলের প্রতি জনগণের সমর্থন বেড়েছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচনে খারাপ ফলের জেরে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন ম্যাক্রোঁ। একই সঙ্গে দেশটিতে আগাম নির্বাচনের ঘোষণাও দেন। তার এ ঘোষণায় দেশটির অনেকেই হতবাক হন। এ ছাড়া ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ইতোমধ্যে ম্যাক্রোঁ বলেছেন, যে দলই জিতুক না কেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার বাকি মেয়াদ শেষ করবেন। ২০২৭ সাল পর্যন্ত তার মেয়াদ আছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটি তার দ্বিতীয় মেয়াদ।

পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ‘হাইব্রিড’ যুদ্ধে জড়াচ্ছে রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউরোপজুড়ে এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে লাটভিয়ার রিগায় একটি জাদুঘরে আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়। গত মার্চে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের একটি গুদাম পুড়ে যায়। মে মাসে পোল্যান্ডের ওয়ারশতে একটি বিপণিবিতানে আগুন লাগে। এপ্রিলে জার্মানির পুলিশ বিস্ফোরণ পরিকল্পনার অভিযোগে কয়েকজনকে আটক করে। ফ্রান্সেও বোমা তৈরিতে যুক্ত রয়েছেন সন্দেহে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধরতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ইউরোপের কয়েকটি দেশে একাধিক হ্যাকিং আক্রমণ ও গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনাও ঘটেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া ও বেলারুশের বিরুদ্ধে অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের অস্ত্র দেওয়ার ও সীমান্তে বিশৃঙ্খলা চেষ্টার অভিযোগ এনেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ বেড়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন মনে হলেও স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, এসব ঘটনার সঙ্গে রাশিয়ার যোগসূত্র রয়েছে। পৃথকভাবে ঘটনাগুলোকে ছোট মনে হলেও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে সমন্বিত ও পরিকল্পিত বলে মনে হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হাইব্রিড যুদ্ধ। সংবাদমাধ্যম সিএনএনের এক প্রতিবেদনে এসব কথা উঠে এসেছে। চলতি মাসের শুরুতে প্রাগে একটি বাসের গ্যারেজে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর চেক প্রধানমন্ত্রী পিটার ফিয়ালা দাবি করেছিলেন, সম্ভবত মস্কো এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে। তার অভিযোগের পর গত কয়েক মাসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো একই ধরনের ঘটনার কথা জানিয়েছে। এতে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। একাধিক হ্যাকিং ও গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘটেছে। একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) অভিযোগ করেছে, সীমান্ত দিয়ে তৃতীয় দেশে অভিবাসী ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে অভিবাসনকে অস্ত্র বানাচ্ছে রাশিয়া ও বেলারুশ। একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্দেহভাজন হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার একজন পক্ষত্যাগকারী সেনাকে স্পেনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রাশিয়ার এক নির্বাসিত ভিন্নমতাবলম্বী নেতাকে হাতুড়ি দিয়ে হামলা করা হয়েছে লিথুয়ানিয়ায়। গত সপ্তাহে কানাডায় এক অনুষ্ঠানে ন্যাটো জোটের মহাসচিব জেন্স স্টোলটেনবার্গ বলেছিলেন, আমরা এমন হুমকির মধ্যে রয়েছি, যা সর্বাত্মক সামরিক হামলা নয়, কিন্তু হাইব্রিড হুমকি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করা, ভুয়া তথ্য, সাইবার হামলা ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড। কিংস কলেজ লন্ডনের প্রতিরক্ষা গবেষণা বিষয়ের সিনিয়র লেকচারার রড থর্নটন বলেছেন, হামলাগুলোতে এক ধরনের প্রবণতা রয়েছে, যা রাশিয়াকে সংযুক্ত করছে। এমন নির্দিষ্ট ধরনের অভিযানের ঘটনা গত কয়েক মাসে বেড়েছে। রুশরা এগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব ঘটনার কোনোটিতেই মস্কো দায় স্বীকার করেনি। সিএনএনের পক্ষ থেকে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি রাশিয়া। তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্ট করে বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধকে তিনি ন্যাটোর বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংঘাতের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। তার দাবি, কিয়েভের শাসকরা পশ্চিমাদের পুতুল।

গাজায় ঢুকছে ইসরায়েলি ট্যাংক, বীরের মতো লড়ছে হামাস

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি আলোচনায় দৃশ্যত কোনো অগ্রগতি নেই। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় এখন সমানতালে চলছে ইসরায়েলি আগ্রাসন। হামাসসহ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সাধ্যমতো। তীব্র প্রতিরোধের মুখেও পিছু হটছে না ইসরায়েলি বাহিনী। এবার তারা গাজার আরও গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। বিশ্ব গণমাধ্যমের খবর বলছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজার উত্তরাঞ্চলীয় শেজাইয়া এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফার পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে ট্যাংক নিয়ে আরও গভীরে ঢুকে পড়েছে। রবিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আবারও নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেন। তিনি বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘সেনারা রাফা ও শেজাইয়াতে অভিযান চালাচ্ছে। গাজার সবখানেই তারা অভিযান চালাচ্ছে। প্রতিদিন অনেক সন্ত্রাসীকে মারা হচ্ছে।’ মাটির নিচেও লড়াই হচ্ছে জানিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, ‘হামাস নির্মূলসহ সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনা, ইসরায়েলের জন্য হামাসকে হুমকি হতে না দেওয়া এবং দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের নিজে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।’ ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, তাদের সেনারা শনিবার থেকে শেজাইয়াতে অভিযান চালাচ্ছে। এতে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি বন্দুকধারী নিহত হয়েছে। হামাসের সামরিক শাখা ও ইসলামিক জিহাদও শেজাইয়া এবং রাফাতে তুমুল লড়াইয়ের কথা জানিয়েছে। তারা দাবি করেছে, তাদের যোদ্ধারা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ট্যাংকবিধ্বংসী রকেট ও মর্টার নিক্ষেপ করেছে। গতবছর ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় হামাস-ইসরায়েল লড়াই চলছে। হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

জরিপকে পাত্তা না দিয়ে জয়ের আশা ঋষি সুনাকের

আপনজন ডেস্ক: আগামী ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্যে জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে খুব একটা স্বস্তিতে নেই দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টি। তবে হাল ছাড়ছেন না সুনাক। জানা গেছে, বিভিন্ন জনমত জরিপে পিছিয়ে রয়েছে ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টি। এতে পিছিয়ে থাকলেও পাত্তা দিচ্ছেন সুনাক। নির্বাচনে হাল তিনি ছাড়ছেন না। সুনাক বলেন, জরিপে পিছিয়ে থাকলেও আমি বিশ্বাস করি, এবারের নির্বাচনে আমিই জিতবো। রোববার দ্যা গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, শুক্রবারের নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন কি না, জানতে চাইলে সুনাক বলেন, হ্যাঁ। আমি কঠিন লড়াই করছি। আমি মনে করি, মানুষ লেবার পার্টির সরকারের বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পারছে এবং তারা জেগে উঠছে। এবারের নির্বাচনের অধিকাংশ জনমত জরিপে, কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ে লেবার পার্টি ২০ পয়েন্টে এগিয়ে আছে। সর্বশেষ গত শনিবার যুক্তরাজ্যের অবজারভার পত্রিকার করা জরিপেও লেবার পার্টি ৪০ শতাংশ ভোট পাবে বলে দেখানো হয়েছে। সেখানে ঋষি সুনাকের দলের জনপ্রিয়তা এখনো ২০ শতাংশই রয়েছে। রোববার যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমস পত্রিকা সরাসরি লেবার পার্টিকে তাদের সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছে। পত্রিকায় এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ১৪ বছর কনজারভেটিভ শাসনের পর দেশে একটি আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এবারে দেশটির অন্যতম প্রধান পত্রিকা ডেইলি মিরর, দ্য গার্ডিয়ান ও দ্য ইকোনমিস্ট লেবার পার্টিকে সমর্থন দিয়েছে। তবে ডেইলি মেইল ও ডেইলি টেলিগ্রাফ কনজারভেটিভদের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে। এদিকে নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিকে সুনাক তার দলের পক্ষে জনগণকে আশ্বস্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা যাচ্ছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তুরস্কে রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলের একটি রেস্তোরাঁয় প্রোপেন ট্যাঙ্ক (গ্যাস) বিস্ফোরণে অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৬৩ জন। সোমবার (১ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।
রোববার (৩০ জুন) পশ্চিম তুরস্কের শহর ইজমিরের একটি রেস্তোরাঁয় প্রোপেন ট্যাঙ্ক (গ্যাস) বিস্ফোরিত হয়ে হতাহতের এই ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের ফলে রাস্তাটি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। আশপাশে থাকা বেশ কয়েকটি ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় দায়ী হতে পারে এমন একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি শনিবার গ্যাসের ট্যাংক বদল করে নতুন লাগিয়েছিল।
তুর্কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়ারলিকায়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছেন, ইজমিরে ভয়াবহ বিস্ফোরণে যারা প্রাণ হারিয়েছেন আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। আর যারা আহত হয়েছেন, তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবারো দুঃসংবাদ দিলো অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: দেশে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় থাকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডার মতো দেশগুলো। প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ উচ্চশিক্ষা এবং কাজের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমায়। এর ফলে দিনদিন দেশটির জনসংখ্যা বাড়ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে দেশটির জীবনযাত্রার ব্যয়। তাই অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা পাওয়া আরো কঠিন করল অস্ট্রেলীয় সরকার। দেশটি একধাক্কায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা ফি দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

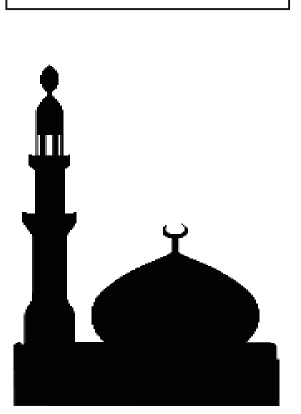

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৩	৪.৫৬
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

এবার ইরাক থেকে ইসরায়েলে হামলা

আপনজন ডেস্ক: এবার ইরাক থেকে ইসরায়েলের বন্দর নগরী ইলাতে ‘গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে’ ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইসলামিক রেজিসটেন্স। ইলা নামের ওই শহরটি লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। দ্য ইসলামিক রেজিসটেন্স নামের সংগঠনটি দাবি করেছে যে, তারা জুনের শুরুর দিকে ইসরায়েলের বন্দর নগরী ইলাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলাকে কেন্দ্র করেই এসব হামলা চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গাজায় ১ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ ধ্বংস ও মসজিদে হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) সম্প্রতি গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে নেটজারিম করিডর এলাকায় একটি এক কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ চিহ্নিত ও ধ্বংস করেছে। সেই সঙ্গে একটি মসজিদেও হামলা চালিয়েছে তারা। টাইমস অব ইসরায়েল সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। আইডিএফের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুড়ঙ্গটি ৯৯তম ডিভিশনের অধীনে কাজ করা সেনারা চিহ্নিত করেছে। এতে বেশ কয়েকটি শাখা পথ রয়েছে, যা ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা এলাকাটি ঘুরে দেখার জন্য ব্যবহার করে। আইডিএফের অভিজাত ইয়াহালোম কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটের সেনারা সুড়ঙ্গটি উড়িয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে নেটজারিম করিডরে কয়েক ডজন বন্দুকধারীকে হত্যা এবং গত দুই মাসে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীর শতাধিক স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে বলেও সামরিক বাহিনী জানিয়েছে। ধ্বংস করা স্থাপনার অস্ত্রের ডিপো, পর্যবেক্ষণ পোস্ট, রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র সুড়ঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে আইডিএফ দাবি করেছে।
এ ছাড়াও একটি মসজিদে সম্প্রতি বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। তাদের মতে, মসজিদটি বন্দুকধারীরা প্রস্তুতির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করত। সেখানে আক্রমণের পর একটি দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে, যা জায়গাটি অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হওয়া ইঙ্গিত করে।

সাত মাস পর আল-শিফার পরিচালককে মুক্তি দিল সন্ত্রাসী ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: সাত মাস পর জিম্মিদশা থেকে গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফার পরিচালককে মুক্তি দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। আজ সোমবার তিনিসহ বেশ কিছু ফিলিস্তিনি জিম্মিকে মুক্তি দেয় তেলআবিব।
ইসরায়েল দাবি করেছে, চিকিৎসার স্বার্থে তাদের অবরুদ্ধ গাজায় ফেরত পাঠানো হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির আল-শিফার প্রধান মোহাম্মদ আবু সালমিয়াকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি জানান। গাজার একটি চিকিৎসা সূত্রও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। গত নভেম্বরে হামাসকে মদদ দেয়ার অভিযোগে তাকে আটক করা হয়েছিল।
আল-আকসা হাসপাতালের একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, সালামিয়াসহ মুক্ত হওয়া অন্য ব্যক্তিরা খান ইউনিস শহরের পূর্ব দিক দিয়ে গাজায় প্রবেশ করেছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে আল-আকসা হাসপাতালে ও অন্যদের খান ইউনিসের অন্যান্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
হামাস সামরিক অভিযানে গাজার হাসপাতাল ও চিকিৎসা অবকাঠামোগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে বলেই অভিযোগ ইসরায়েলের।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা
প্যাকেজ
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৭৭ সংখ্যা, ১৮ আষাঢ় ১৪৩১, ২৫ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

‘গণতন্ত্র’

উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই সাংবিধানিকভাবে ‘গণতন্ত্র’ রহিয়াছে; কিন্তু গণতন্ত্র যে আসলে কী জিনিস—তাহার বিপরীতে এই সকল দেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক হানাহানি, হিংস্রতা, রক্তের হোলি খেলা দেখিয়া চমকাইয়া যাইতে হয়। নির্বাচনে সহিংসতা কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী—তাহা আমরা কয়েক দশক ধরিয়া একটি বৃহত্ উন্নয়নশীল দেশের সকল ধরনের নির্বাচনে দেখিয়া আসিতেছি। সেইখানে নির্বাচনে ধাওয়া-পালটাধাওয়া, হামলা-প্রতিহামলা, ভাঙচুর-নৃশংসতা, হানাহানি, খুনাখুনির মতো হেন খারাপ দৃষ্টান্ত নাই যাহা হয় না। ধারালো অস্ত্রের আস্ফালন আর বোমাবাজি তো আছেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতে পারে—‘ওরে বাবা! এই কেমন নির্বাচন!’

এই সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের মতো আমাদের উপলব্ধি হয়—জ্ঞানসমুদ্রের তীরে আমরাও যেন নুড়ি কুড়াইতেছি মাত্র। আরো কত দেখিবার আছে! বুঝিবার আছে! তৃতীয় বিশ্বের এমনতর গণতন্ত্র দেখিয়া আমাদের মনে পড়িয়া যায় মহাভারতে বর্ণিত দ্রোণাচার্যের পুত্রের কথা। অস্ত্রশিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যের প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামা ছোটবেলায় ধনীপুত্রদের দেখাদেখি দুধ খাইতে চাহিতেন; কিন্তু দরিদ্র দ্রোণাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না দুগ্ধ ক্রয় করিবার; কিন্তু পুত্রের আশা মিটাইতে তিনি দুগ্ধের পরিবর্তে চালবাটা পিটুলি গোলা দিয়া পুত্রকে বলিতেন—ইহাই দুধ। তাহার গরিব পুত্রও চালবাটা পিটুলি গোলা খাইয়াই ‘দুধ খাইতেছি’ ভাবিয়া আনন্দ করিতেন এবং নিজেকে ধনীপুত্রদের সমতুল্য মনে করিতেন।

অনেকেই মনে করেন, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেরই গণতন্ত্রই হইতেছে অশ্বত্থামার চালবাটা পিটুলি গোলা খাইবার মতো। উহা আসলে দুধ বা গণতন্ত্র নহে। প্রথম কথা হইল—গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে, ইহার পাশাপাশি বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টিও থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য—তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না। ইহা যেন গণতন্ত্র নামক দুধের বদলে চালবাটা গোলানো পিটুলি গোলা গিলানো। উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণও সেই ‘পিটুলি গোলা’ পান করিয়া ‘দুধ খাইয়াছি’ ভাবিয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে।

বিশ্বব্যাপী দেশগুলির গণতন্ত্রের সূচক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। সেইগুলি হইতেছে—নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা। পৃথিবীতে যেই সকল দেশে গণতন্ত্রের অবনমন ঘটিতেছে সেই দেশগুলিতে এই পাঁচটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাসীনদের আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যায়। এমনকি অনেক পুরাতন শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশও দেখা যাইতেছে বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জলাঞ্জলি। স্পষ্টতই, তৃতীয় বিশ্বে গণতান্ত্রিক মন্দাদশা দিনদিন বাড়িতেছে, ইহার বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বে গাল ফুলাইয়া বলা হয়—কেহ আইনের ঊর্ধ্বে নহে। অথচ যেই অপরাধের জন্য তাহাকে আইনের শাসানি দেওয়া হইল, দেখা যাইবে সেই অপরাধ শতসহস্র মানুষ করিয়াছে কিংবা করিতেছে; কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে আইন যেন চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছে। অথচ সত্যিকারের আইনের প্রয়োগ হইলে সকলের ক্ষেত্রেই তাহা সমানভাবে হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে স্বনামধন্য ফরাসি পণ্ডিত মন্টেস্কু তাহার ‘দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ’ গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—‘অভিজ্ঞতা আমাদের অনবরত দেখাইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, তিনি তাহা সুকৌশলে অপব্যবহার করিয়া চলেন এবং তাহাকে রুখিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাহার কর্তৃত্বপরায়ণতা বজায় রাখিয়া চলেন।’

প্রকৃতপক্ষে, আইনের শাসনের অভাব থাকিলে কী হইতে পারে—তাহার জলজ্যান্ত উদাহরণ বর্তমানে আইনের স্বর্গোদ্যানখ্যাত জার্মানিতেই একসময় দেখা গিয়াছিল। নাসি আমলে বিচারের নামে যেই প্রহসন চলিত আদালতকক্ষে, তাহা আজও সিনেমা বা পুরাতন তথ্যচিত্রে যে কেহ দেখিলে তাহার শরীর দিয়া শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে। বিচারকরা নিরপরাধ আসামিদের উপর হম্বিতম্বি করিয়া তাহাদের কথা বলিতে দিতেন না। রায় ছিল পূর্বনির্ধারিত। দূরভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব যদি আর তৃতীয় না থাকে—তখন বর্তমান সময়ের ‘গণতন্ত্র’ ও ‘আইনের শাসন’ দেখিয়া ভবিষ্যত্ মানুষের শরীর দিয়া কি শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে না?

ইউরোপে ডানপন্থীদের মাথাচাড়া কতটা মাথা ঘামানোর বিষয়

ফ্রান্সের জনগণ এমন একটি কট্টর ডানপন্থী রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনতে যাচ্ছে, যে দল অনেক আগে থেকেই ফ্রান্সে অভিবাসীদের (মূলত মুসলমান) ঢোকা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। তার মানে, লো পেনের ন্যাশনাল র‌্যালির ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে দেশটির মুসলমানদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে পিষে ফেলার আয়োজন হতে যাচ্ছে। লিখেছেন **দিমিতার বেচেভ...**

এমানুয়েল মাখোঁ ২০১৬ সালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ময়দানে পা রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং ওই বছরই তিনি ‘এন মার্শে’ (পরিবর্তনের পথে) নামের একটি নতুন মধ্য উদারতাবাদী দল চালু করার মাধ্যমে রাজনীতিতে আসেন।

তার আট বছর পর এসে এখন দেখা যাচ্ছে, চরম ডানপন্থী নেত্রী মারিঁ লো পেন জনপ্রিয়তায় প্রেসিডেন্ট মাখোঁকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং ক্ষমতার খুব কাছাকাছি এগিয়ে এসেছেন।

৬ থেকে ৯ জুন অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে লো পেনের দল ন্যাশনাল র‌্যালি ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। আর মাখোঁর দল ‘রেনেসাঁ’ (এন মার্শে নামটি বদলে পরে দলটির নাম ‘রেনেসাঁ’ রাখা হয়েছে) পেয়েছে ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট।

অর্থাৎ মাখোঁর দলের দ্বিগুণের বেশি ভোট পেয়েছে লো পেনের দল। এর মধ্য দিয়ে ধারণা করা হচ্ছে যে ইইউ নির্বাচনে নিজের দলের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় মাখোঁর ডাকা আসন্ন আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনে লো পেনের ন্যাশনাল র‌্যালি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।

অর্থাৎ, ফ্রান্সের জনগণ এমন একটি কট্টর ডানপন্থী রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনতে যাচ্ছে, যে দল অনেক আগে থেকেই ফ্রান্সে অভিবাসীদের (মূলত মুসলমান) ঢোকা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে।

তার মানে, লো পেনের ন্যাশনাল র‌্যালির ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে দেশটির মুসলমানদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে পিষে ফেলার আয়োজন হতে যাচ্ছে।

উদারপন্থী পণ্ডিতেরা ইতিমধ্যে মাখোঁর আগাম নির্বাচন দেওয়ার ঘোষণাকে একটি জুয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তাঁরা ২০১৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ব্রেক্সিট নিয়ে গণভোট করার ও আগাম নির্বাচন দেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে মাখোঁর আগাম নির্বাচন দেওয়াকে তুলনা করেছেন।

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর থেকে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইউরোপের সংবাদ শিরোনামগুলোয় প্রাধান্য পেয়ে আসছে এবং এই মহাদেশে চরম ডানপন্থীদের পুনরুত্থানের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে।

তবে বৃহত্তর চিত্রের দিকে তাকালে ব্রাসেলসে ইইউর নতুন পার্লামেন্টের গঠন (যেখানে এখনো মধ্যপন্থীরা তাঁদের প্রভাব ধরে রেখেছেন) উদারপন্থীদের অন্তত আপাতত ধড়ফড় করা মনকে শান্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

মধ্য ডানপন্থী ইউরোপিয়ান পিপলস পার্টি (ইপিপি) ও দ্য প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স অব সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড ডেমোক্র্যাট এবং উদারপন্থী রিনিউ অ্যান্ড গ্রিনস—মূলধারার শক্তি হিসেবে পরিচিত এসব দল চলতি মাসের ইইউ পার্লামেন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

সোজা কথায়, ইপিপিকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিসহ (যাঁর ডেপুটিরা ইউরোপিয়ান কনজারভেটিভস অ্যান্ড রিফরমিস্টস [ইসিআর] গ্রুপিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় ককাস গঠন করে) অতি ডানপন্থীদের কাছে আপাতত সমর্থন চাইতে হচ্ছে না।

এর মানে হলো, অন্তত আগামী পাঁচ বছর ইউরোপের রাজনীতি আগের মতোই মূলধারার দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ইপিপির উরসুলা ভন ডার লিয়েন দ্বিতীয় মেয়াদে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রধান হিসেবে থাকবেন।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন পর্তুগালের সমাজতান্ত্রিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী আন্তোনিও কস্তা।

এরপরও চরম ডানপন্থীদের পুনরুত্থান নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। কারণ, কেবল ফ্রান্স নয়, জার্মানিতেও চরম ডানপন্থীরা মাথাচাড়া দিচ্ছেন।

সাম্প্রতিক ইউরোপীয় নির্বাচনে জার্মানিতে চরম ডানপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এডিএফ) ১৬ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশটির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের দল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে।

অভিবাসীবিরোধী এডিএফ সাবেক পূর্ব জার্মানিতে ও তরুণ ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। দলটি এতটাই উগ্র ও প্রতিক্রিয়াশীল যে লো পেনের ন্যাশনাল র‌্যালির মতো চরম ডানপন্থী দলের পক্ষেও তাদের কিছু চরমপন্থী অবস্থান ও বক্তব্য অনুমোদন করা সম্ভব হয় না।

ন্যাশনাল র‌্যালি সম্প্রতি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আইডেনটিটি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আইডি) গ্রুপিং থেকে জার্মানির এই দলের বহিষ্কারের দাবি করেছে; কেননা দলটির এক বড় নেতা আংশিকভাবে হিটলারের কার্যক্রম সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন।

ওই নির্বাচনের ফলের পর ওরবান যদিও বিজয় উদ্‌যাপন করেছেন, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। কারণ, তাঁর দল থেকে বেরিয়ে নতুন আরেকটি দল গঠন করা তরুণ নেতা পিটার ম্যাগিয়ার এই নির্বাচনে তাঁকে প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছিলেন। কট্টর রক্ষণশীল ভাবাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসা ম্যাগিয়ার পরের নির্বাচনে হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন, সে দুর্ভাবনা ওরবানকে উতলা করে ফেলেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি প্রধান দেশ ফ্রান্স ও জার্মানিতে অতি ডানপন্থীদের নাটকীয় উত্থান গোটা ইউরোপের জাতীয় রাজনীতিতে চরম ডানপন্থীদের উজ্জীবিত করেছে।

অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের সম্ভাব্য বিজয় ইইউজুড়ে জাতীয়তাবাদী ও জনতুষ্টিবাদীদের উৎসাহিত করবে বলে মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলোয় ও ব্রাসেলসে তাঁরা আরও বেশি ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠবেন। তবে এখনো আশাবাদী হওয়ার বেশ কিছু দিক আছে। কারণ, ব্রাসেলসে মধ্যপন্থীদের অবস্থান টিকে থাকা ছাড়া পূর্ব ইইউভুক্ত দেশগুলোয় চরম ডানপন্থীদের ততটা বাড়বাড়ন্ত হয়নি।

হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের মতো ডানপন্থী-প্রধান দেশগুলোয় ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদীরা পিছু হটতে শুরু করেছেন।

ঐতিহাসিক রেকর্ড অনুযায়ী এটি কিছুটা অপ্রত্যাশিত। যেসব দেশ ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল, সেগুলো মূলত নেটিভিজম ও অতি ডানপন্থী রাজনীতির আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত।

এদের মধ্যে ভিক্তর ওরবানের হাঙ্গেরি ‘অনুদার গণতন্ত্রের’ মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরবান যাবতীয় জবাবদিহি ও ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার সংস্কৃতিকে ভেঙে ফেলেছেন; সুশীল সমাজ ও মুক্ত গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ করেছেন এবং ইইউর মূলধারাকে অস্বীকার করে সেখানে কার্যত এক ব্যক্তির শাসন জারি করেছেন।

ওরবানেরও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক ভক্ত ও অনুসরণকারী আছেন। স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো, তিবিলিসির শাসক জর্জিয়ান ড্রিম, যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ তাঁরা সবাই একই ধারার শাসনব্যবস্থা পছন্দ করেন।

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট নির্বাচনে হাঙ্গেরিতে ওরবানকে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে দেখা গেছে। এই ইউরোপিয়ান ভোটকে দেশটির স্থানীয় ভোটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

এই ভোটে ওরবানের ফিডেশ পার্টি রাজধানী বুদাপেস্টের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে পারলেও তাদের জয়ের ব্যবধান ছিল খুবই কম। ২০১৯ সালের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে হাঙ্গেরিতে ওরবানের দল ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। আর এবার তাদের ভোট ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

ওই নির্বাচনের ফলের পর ওরবান যদিও বিজয় উদ্‌যাপন করেছেন, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। কারণ, তাঁর দল থেকে বেরিয়ে নতুন আরেকটি দল গঠন করা তরুণ নেতা পিটার ম্যাগিয়ার এই নির্বাচনে তাঁকে প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছিলেন।

কট্টর রক্ষণশীল ভাবাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসা ম্যাগিয়ার পরের নির্বাচনে হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন, সে দুর্ভাবনা ওরবানকে উতলা করে ফেলেছে।

পোল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের নেতৃত্বাধীন জোট সিভিক কোয়ালিশন (কো) ৩৭ দশমিক ১ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে এসেছে।

এই ফলের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, জারস্লাভ কাচজিনস্কির চেয়ে ১ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছে কো। অতি সামান্য ভোটে কো এগিয়ে থাকলেও এই জয় প্রতীকী অর্থে গুরুত্বপূর্ণ।

গত বছর ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী টাস্ক ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু তারপর বাম ও একটি মধ্যপন্থী ব্লকের সঙ্গে এক হয়ে জোট সরকার গঠন করেছিলেন। ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রক্ষণশীল ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির শাসনাধীন থাকা অবস্থায় পোল্যান্ড অনুদার ও ইউরোপিয়ানবিরোধী অবস্থানের দিকে মোড় নিয়েছিল। পার্লামেন্টে এখনো একক দল হিসেবে তাদের এমপির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে মিত্র ওরবানের মতো কাচজিনস্কির জনপ্রিয়তাও নিজের দেশে কমতে শুরু করেছে।

হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডকে ইইউতে মাঝারি সারির খেলোয়াড় হিসেবে খারিজ করা বেশ সোজা। তবে অনেকেই বিশ্বাস করেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে যে পটপরিবর্তন হচ্ছে, তা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। এমনকি যেসব জায়গায় চরম ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদীরা ক্ষমতা দখল করেন, সেখানেও গণতন্ত্র স্থিতিস্থাপক প্রমাণিত হতে পারে।

নির্বাচন আসলেই গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচনই অনুদার রাজনীতিবিদ ও স্বৈরশাসকদের ডানা ছেঁটে দেওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে। নির্বাচন এমন এক মাধ্যম, যা ইতালির মেলোনির মতো চরম ডানপন্থীদের মধ্যপন্থায় বাঁক নিতে বাধ্য করতে পারে।

তবে ফ্রান্সে যদি লো পেনের জয় হয় এবং ২০২৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাখোঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তাহলে সেটি অবশ্যই আশঙ্কার বিষয় হবে।

পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে ইইউর সদস্যদেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

সে কারণে সিন নদীর তীরে আসন্ন সপ্তাহগুলোয় আয়োজিত ভোটে যে ফল পাওয়া যাবে, তা যে ইউরোপজুড়ে প্রভাব ফেলবে, তাতে সন্দেহ নেই।

দিমিতার বেচেভ কার্নেগি ইউরোপের সিনিয়র ফেলো
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া অনুবাদ

দেশে চালু হওয়া নতুন তিন আইন নিয়ে এত বিতর্ক কেন? কী আছে এতে?

বি বি সি

বিতর্ক সঙ্গে নিয়েই পহেলা জুলাই (সোমবার) থেকে ভারতে বলবৎ হলো ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’-সহ তিনটি নতুন অপরাধমূলক আইন। বিরোধীদের তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই তিন আইন কার্যকর করছে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসা নরেন্দ্র মোদীর সরকার। কিন্তু এই আইনগুলো ঘিরে এত বিতর্কের কারণ কী? কী পরিবর্তনই বা এসেছে নতুন আইনগুলোতে?

ভারতের বিরোধী শিবিরগুলো নির্বাচনের আগে থেকে বলে আসছিল, এবার পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলে ‘সংবিধান বদল’ করতেও পিছপা হবে না মোদী সরকার।

সেটি না হলেও শরিক নির্ভর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই এমন আইন কার্যকর করেছে যার বিল প্রায় একতরফাভাবে সংসদে পাশ করানো হয়েছিল বলে সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা।

গত বছর ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছিল এই আইন সংক্রান্ত বিল। সেই সময় বিরোধীদের পাশাপাশি আইনজ্ঞরাও বলেছিলেন, যে আইন দেশের বিচার ব্যবস্থাকে বদলে দেবে, তা নিয়ে সংসদে পূর্ণাঙ্গ তর্ক হওয়া উচিত, যেটি হয়নি।

সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার সময় এই বিল নিয়ে তর্ক হয়েছিল মাত্র পাঁচ ঘণ্টা। এবং সেই সময় ১৪০ জনেরও বেশি বিরোধী সংসদ সদস্যকে সংসদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

কার্যকর হওয়া নতুন এই তিনটি অপরাধমূলক আইন হলো- ‘ইন্ডিয়ান পেনাল কোড’ (ভারতীয় দণ্ডবিধি)-এর পরিবর্তে ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’, ‘ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট’ (ফৌজদারি বিধি)-এর পরিবর্তে ‘ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা’ এবং ‘ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট’ (ভারতীয় সাক্ষ্য আইন)-এর বদলে ‘ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, আইনে এতদিন সাজার কথা বলা ছিল কিন্তু নতুন আইনে ‘সাধারণ মানুষের ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে’।

মোদী সরকারের দাবি- নতুন আইনে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা, নারী ও শিশু সুরক্ষা, ন্যায় বিচার পাওয়া, সংস্কারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও।

যদিও আইনজ্ঞ ও মানবাধিকার কর্মীদের মত কিন্তু একেবারে আলাদা। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী কলিন গোঞ্জালভেস বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, “শুনে হতবাক হয়েছিলাম যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বলেছিলেন ঔপনিবেশিক দমনমূলক আইনকে বদলে ফেলতে এই নতুন আইন বলবৎ করা হচ্ছে! কারণ এই আইন ব্রিটিশ আইনের চেয়ে দশগুণ খারাপ।”

“কল্পনা করা যায় যে স্বাধীন ভারতে এমন আইন বলবৎ করা হচ্ছে যা ব্রিটিশ আমলের চেয়েও বেশি দমনমূলক। এবং এই সমস্ত কিছুই করা হচ্ছে না কি ঔপনিবেশিক আইন থেকে মুক্তি পাওয়ার আড়ালে।”

মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী এবং এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, “এই আইন কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ভীষণভাবে ক্ষুন্ন করবে। পুলিশের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ফলে ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে।”

সৌ: বিবিসি

প্রথম নজর

কলকাতাকে থিম করে সাহিত্য ওয়েবিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্টের উদ্যোগে রবিবার ভার্চুয়াল সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করা হয়। এদিনের থিম্ জেলা ছিল 'কলকাতা'। ট্রাস্টের কলকাতা জেলা শাখার উদ্যোগে সন্ধ্যা আটটায় ওয়েবিনার শুরু হয়। কলকাতা জেলা শাখার পক্ষ থেকে এই আড্ডার মূল দায়িত্ব ছিল কলকাতা জেলাশাখার সম্পাদিকা সাবিনা সৈয়দ এর উপর। এই আড্ডার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ইতিহাসবিদ্ খাজিম আহমেদ। অনুষ্ঠানের সভামুখ্য ছিলেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক এবং নজরুলের কবিতা-গানের ইংরেজি অনুবাদক গিয়াসুদ্দিন দালাল। সভার কার্যকরি সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক রমজান আলী। এই দুই সভাপতির অনুমতি নিয়ে সঞ্চালিকা সাবিনা সৈয়দ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের 'অন্তরমম বিকশিত করো' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সভামূখ্য গিয়াসুদ্দিন দালালের প্রারম্ভিক বক্তব্য দিয়ে আড্ডার সূচনা হয়।
প্রথম পর্বের প্রধান বক্তা জনাব খাজিম আহমেদ অত্যন্ত সুচারুভাবে দক্ষতার সঙ্গে 'কলকাতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' নিয়ে তাঁর গবেষণামুলক আলোচনা করেন। তিনি ১৬৯০ সালের আগের প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনায় উঠে আসে নানান বিস্ময়কর তথ্য। তাঁর বক্তব্যে জানা যায় যে ১৬৯০ সালের আগেই কলকাতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মূলতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের হাত ধরে। তাঁর মনোগ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি খুব সহজেই সকল শ্রোতাদের মনজয় করে ফেলেন। পরবর্তী বক্তা "নতুন গতি" র সম্পাদক এমদাদুল হক্ নূর 'স্বাধীনতাত্তোর কলকাতা জেলার উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা বিষয়ে আলোকপাত' করেন। ট্রাস্টের রাজ্য কমিটির সভাপতি রমজান আলী ও সম্পাদক রুহুল আমিন এই দুই বক্তার মূল্যবান বক্তব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন।
সভার দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ষাটজন সদস্য এই আড্ডায় অংশ নিয়েছিলেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সাইফুল্লা শামীম, ট্রাস্টের রাজ্য কমিটি ও কলকাতাসহ অন্যান্য জেলাকমিটিগুলির সদস্যদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আড্ডাকে আরও বেশি মুখরিত করে তুলেছিল।বিশিষ্ট অতিথি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন যাদবপুরের "সংযোগ-সম্প্রীতি" এর কর্ণধার সুবিমল দাস, জয়ন্তী দাস, অরুণকান্তি বালা, দোলন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্যকমিটির সম্পাদক রুহুল আমিন ট্রাস্টের সাংগঠনিক দিক ও এর লক্ষ্যকে তুলে ধরেন।
পরিশেষে কার্যকরী সভাপতি জনাব রমজান আলী তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, এই ধরণের আড্ডা যাতে আরও বেশি করে করা যায় তারজন্য কমিটি সচেষ্ট থাকবে। সঞ্চালিকা সাবিনা সৈয়দ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, আকর্ষণীয় ও টানটান্ ভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে পুরোটা সময় আড্ডাকে নির্দিষ্ট লেভেল ধরে রেখে সফল ও সার্থক করে তুলেছিলেন।

সাংবাদিকের বিয়েতে গাছের চারা বিতরণ

সেখ আবদুল আজিম ● ফুরফুরা

আপনজন: হুগলির জাঙ্গীপাড়ার রাধানগরের বাসিন্দা সাংবাদিক সেখ আরিফুল ইসলাম বাদশার বিবাহের অনুষ্ঠানে অভিনব কর্মসূচি দেখা গেল। অনুষ্ঠানে শুরুতে উপস্থিত ভাঙড় বিধানসভার বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকীর হাতে গাছের চারা তুলে দেন সবুজ সৈনিক মাবুদ আলি ও আরিফুল ইসলাম। বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান এই বার্তা দেওয়ার লক্ষ্যেই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত অতিথিদের মাঝে বিভিন্ন গাছের চারা বিলি করা হয়।
বিবাহের ওলিমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী, পীরজাদা সাহিম সিদ্দিকী, পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী, পীরজাদা সাফেরী সিদ্দিকী, পীরজাদা নুরুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা এসহক সিদ্দিকী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জাঙ্গীপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সম্পা সাহা, জাঙ্গীপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সদন ঘোষ, হুগলী জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল জব্বার, জাঙ্গীপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বিষ্ণুপ্রিয়া চক্রবর্তী, পিউ শিকারী। আরও উপস্থিত ছিলেন, ফুরফুরা শরীফ জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, বিশিষ্ট শিল্পপতি সমাজসেবী হাজী শেখ সেলিম, নাবাবীয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবর, সৈয়দ আফতাব উদ্দিন সৈয়দ নাজিমুদ্দিন, সৈয়দ মাহতাব হোসাইন, সৈয়দ হাममাদ হোসাইন ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসার সুপার আবু তালহা সিদ্দিকী প্রমুখ।

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার ব্লকে মৌজপুর দিশারী পরিচালিত স্বেচ্ছা রক্তদান উৎসব হল "আল আমিন নার্সারি কেজি ও প্রাইমারি স্কুল"-এ। ছবি: হাসান লস্কর

জাতীয় সড়কের তলার মাটি সরে পুকুরে পড়েছে, উদাসীন কর্তৃপক্ষ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: একদিকে চলছে রাস্তা মেরামতের কাজ অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রপুরগামী ৩১ নং নব নির্মিত জাতীয় সড়কে চাঁচলের নলকুটিয়ার কাছে জাতীয় সড়কের তলার মাটি সরে পুকুরে পড়েছে।দেখা দিয়েছে বড় ধরনের গর্ত।
এতে গাড়ির চাকা বসে গিয়ে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা বলে আশঙ্কা করছেন যানবাহন চালক থেকে শুরু করে পথচারীরা।এক মাস ধরে মরণফাঁদ হয়ে আছে এই গর্ত।মেরামত করার কোনো
উদ্যোগ নেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। ক্ষোভ এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এটি ১০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট গর্ত হবে।জাতীয় সড়কের তলার মাটি সরে গিয়ে পাশের পুকুরে পড়েছে। এমনকি সড়কে দেখা দিয়েছে ফাটল।গর্তের দুই দিকে বড় বড় জঙ্গল থাকার কারণে নজরে আসছে না এই মরণফাঁদ। যে কোন সময় গাড়ির চাকা বসে হুড়মুড়িয়ে পুকুরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা,আমির আলি ও মহম্মদ রফিকরা বলেন,মাস তিনেক আগে কনুয়া এলাকায় জাতীয় সড়কে ধস দেখা দিয়েছিল। সেটা মেরামত করে দিয়েছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।আবার নতুন করে নলকুটিয়া এলাকায় গর্ত দেখা দিয়েছে।শিঘ্রই মেরামত না করলে রাতের অন্ধকারে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।
গাড়ি চালক আসগর আলি ও মঞ্জুর আলিরা বলেন,এই জাতীয় সড়ক দিয়ে হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে। স্কুল,কলেজ,হাসপাতাল,থানা,ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ও আদালত সহ বিভিন্ন দপ্তরে হাজার হাজার মানুষ দৈনিক যাতায়াত করে।এই গর্তে যানবাহনের চাকা বসে গিয়ে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এমনকি জাতীয় সড়ক ভেঙ্গে পুকুরে পড়ে যেতে পারে যাত্রী বোঝাই গাড়ি।
মালদহের জাতীয় সড়ক ডিভিশনের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুন্ডু বলেন,বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।তবে শিঘ্রই মেরামত করা হবে।

শুরু তাপসের 'এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়'

এম মেহেদী সানি ● নিউটাউন

আপনজন: রাজারহাট নিউটাউন এর বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জির তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে আই ক্লিনিক। সোমবার জাতীয় চিকিৎসক দিবসে নতুন সংযোজন হলো এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়ের। আগে যেমন অসহায় দুঃস্থ সাধারণ মানুষেরা চক্ষু রোগের চিকিৎসা করাতে পারতেন তাপস বাবুর উদ্যোগে চলা ওই আই ক্লিনিক থেকে, পাশাপাশি এবার সম্পূর্ণ ফ্রিতে এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়ের এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুদের কাছে সমস্ত রোগের চিকিৎসা করাতে পারবেন এলাকাবাসী। বিধায়কের পৃষ্ঠপোষকতায় লালকুঠি-পার্থনগরী নেতাজি সংঘের আয়োজনে এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূচনা হলো এ দিন। বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জির উদ্যোগকে সাধুবাদে জানিয়ে এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। উপস্থিত ছিলেন, ব্রহ্মচারী মুরালভাই মহারাজ সহ রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রের স্বনামধন্য বৈশিষ্টজনেরা। জাতীয় চিকিৎসক দিবসে এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূচনার পাশাপাশি বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জির পক্ষ থেকে এদিন নিরন্ন মানুষের অন্নদান কর্মসূচী 'অন্নসত্র' আয়োজন করা হয়। মূল উদ্যোক্তা বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি জানান, 'দু'জন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সহ মোট ১০ জন ডাক্তার নিয়ে এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূচনা হলো।'
উল্লেখ্য বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই এলাকার মানুষের কাছে প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেছেন। তাপস চ্যাটার্জির দরিদ্র অসহায়দের জন্য ফ্রি স্কুলের ব্যবস্থা, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, রক্তদান শিবির, ফ্রি চিকিৎসা, সামাজিক সহায়তা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবার পাশাপাশি এবার যুক্ত হল 'এমএলএ দাতব্য চিকিৎসালয়।'

বোলপুরে ফের বুলডোজার অভিযান শুরু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সোমবার থেকে ফের শুরু হয়েছে বোলপুর পৌরসভার অবৈধ নির্মাণের ভাঙ্গার কাজ। গতকাল রবিবার কাজ বন্ধ ছিল আজ থেকে ফের সেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়েছে বোলপুর চৌরাস্তা থেকে রেল স্টেশন ও হাটতলা দুই পাশে অবৈধ যে ড্রেনগুলি কংক্রিট করা ছিল সেগুলি ভেঙ্গে ফেলা হলো বুলডোজার দিয়ে। ড্রেনগুলি আর কংক্রিট করা যাবে না ওই ড্রেনগুলি লোহার খাঁচা দিয়ে বানাতে হবে জানিয়ে দিলেন বোলপুর পৌরসভা। অবৈধ নির্মান ও সরকারি জায়গায় যারা অবৈধভাবে ফুটপাতে ব্যবসা করছিলেন তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সকাল থেকে বুলডোজার অভিযানে হাজির ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ সহ বোলপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলরা। এই অবৈধ সরকারি জায়গায় যারা জোরপূর্বক দখল করেছিলেন তাদের নির্মাণকার্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিত ছিল অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের এডিআই পদে যোগ দিলেন নগেন্দ্রনাথ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) হিসেবে কর্মস্থলে যোগ দিলেন নগেন্দ্রনাথ রায়। প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মুরারী মোহন মন্ডল এর জায়গায় স্থলাভিষেক হল তাঁর। দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত বুনিয়াদপুরে অবস্থিত নিজের দপ্তরে এদিন তিনি যোগদান করেন। এদিন তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক আব্দুল মঈন, যতিন্দ্রনাথ বর্মন, রানা দাস, সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস (মাধ্যমিক) জ্যোতির্ময় সিনহা সহ অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে থাকা অন্যান্য কর্মীরা। অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর হাতে ফুলের তোর তুলে দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সকলে।
জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মুরারি মোহন মন্ডল বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর পদটি খালি ছিল। কখন প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় ঘোষ এবং বর্তমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নিতাই চন্দ্র দাস এই দায়িত্ব সামলেছেন। বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিদ্যালয় গুলির দায়িত্ব সামলে তাঁরা বারতি দায়িত্ব হিসেবে গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিদ্যালয় গুলির দায়িত্ব সামলেছেন। অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর দপ্তর সূত্রে জানাগিয়েছে, গঙ্গারামপুর মহকুমায় জুনিয়র হাইস্কুল, মাদ্রাসা এবং হাইস্কুল রয়েছে প্রায় ১৭১টি। ফলে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর পদটি খালি থাকায় বেশ সমস্যায় পড়তে হত শিক্ষক-শিক্ষিকা দের । কারন একটি বিদ্যালয় পরিদর্শককে গোটা জেলার দায়িত্ব শামলাতে হত।

ক্যানিংয়ে চিকিৎসা নিয়ে সেমিনার

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগানা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং মিঠাখালি ক্যানিং বায়োকেমিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল যুক্ত হয়ে ডাঃ পি কে পাল এর তত্বাবধানে ক্যানিংয়েতে একটি বিশেষ সেমিনারের (ভয় জনিত রোগে আক্রান্ত) আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় জন্মদিন উপলক্ষে ডক্টর ডে পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ পি কে পাল, ডাঃ লিয়াকত আলি লস্কর, ডাঃ সামিম আহমেদ লস্কর, ডাঃ দেবশ্রী ঘোষ, ডাঃ লিয়াকত হোসেন, ডাঃ তারা রানি বোস,ডাঃ সেলিমা খাতুন, ডাঃ পম্পা মন্ডল,ডাঃ ছন্দা মন্ডল, ডাঃ রুমা মন্ডল, প্রমুখ।

ডা. রাধেশ্যাম গুপ্ত সম্মানিত ডালখোলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডালখোলা

আপনজন: সোমবার মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের পক্ষ থেকে ডাঃ রাধেশ্যাম গুপ্ত এবং অন্যান্য ডাক্তারদের সম্মানিত করা হয়। ডাঃ গুপ্ত, যিনি ডালখোলা এলাকার একজন প্রাচীন ও প্রখ্যাত চিকিৎসক, এই সম্মান গ্রহণ করে বলেন, "আমরা সাধারণ মানুষের পরিষেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকি। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, যারা ডাক্তারদের নিরলস সেবা এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন। মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের সভাপতি বলেন, "সমাজের প্রতি ডাক্তারদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মূক ও বধির যুবকের দেহ উদ্ধার, গ্রামে শোকের ছায়া

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘন্টা পর অবশেষে অরঙ্গাবাদের কাস্টম ঘাট এলাকা থেকে সামিউল রহমানের মৃতদেহ উদ্ধার। সোমবার দুপুরে সামিউল রহমান নামে ওই মুক বধির যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। সুতি থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে অরঙ্গাবাদ -১ পঞ্চায়েতের কাস্টম ঘাট এলাকায় তলিয়ে যায় ২১ বছর বয়সী সামিউল রহমান নামে ওই যুবক। যুবকের বাড়ি সুতি থানার অরঙ্গাবাদ মোমিন পাড়া। তলিয়ে যাওয়ার পরেই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। নিয়ে যাওয়া হয় ব্লকের ডুবুরি টিম। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার পুলিশ। সোমবার দুপুরে কাস্টম ঘাট এলাকায় ভেসে উঠে তার মৃতদেহ। তারপরেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায় পুলিশ। তার মৃত্যুতে ছায়া নেমে এসেছে পরিবার এবং এলাকা জুড়ে।

বারুইপুরে উচ্ছেদ অভিযান

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: এবারে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে পথে নামলেন বারুইপুর পুরসভার প্রশাসন ও বারুইপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জবর দখল ও বেআইনিভাবে যে সমস্ত হকাররা রাজপথ দখল করে ব্যবসা করছে তাঁদেরকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সেইমতো বিভিন্ন জায়গায় সরকারি জায়গা ও রাজপথ দখলমুক্ত করে দিয়েছিল প্রশাসনের আধিকারিকেরা। সোমবার বারুইপুর পুরসভা থেকে পুরাতন বাজার পর্যন্ত রাস্তার পাশে বড় বড় দোকানগুলি ফুটপাত দখল করে আছে তাদেরকে তুলে দিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তিরায় চৌধুরী ও উপ পুরপ্রধান গৌতমকুমার দাস।

'প্রগতি প্রভা'র অনুষ্ঠান

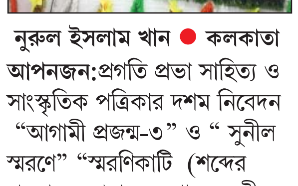

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: প্রগতি প্রভা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকার দশম নিবেদন "আগামী প্রজন্ম-৩" ও " সুনীল স্মরণে" "স্মরণিকাটি (শব্দের ঝংকারের প্রয়াত সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে) মহা আড়ম্বরে রবিবার কৃষ্ণ পদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ, ডাঃ পবিত্র সরকার, ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কবি অসীম দাস ।কবি সঙ্গীত শিল্পী জহর মিশ্র রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।
প্রগতি প্রভার সম্পাদক নবগোপাল চৌধুরী সুনীল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।বক্তব্য রাখেন পবিত্র সরকার, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অসীম দাস, জহর মিশ্র ও নবগোপাল চৌধুরী। কবিতা পাঠে বর্ষীয়ান কবিদের সঙ্গে ছিলেন বহু যুবা তরুণ তরুণী।

জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে

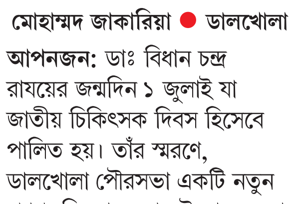

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়য়ের জন্মদিন ১ জুলাই যা জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালিত হয়। তাঁর স্মরণে, ডালখোলা পৌরসভা একটি নতুন প্যাথলজিক্যাল ল্যাব উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল এবং ডালখোলা পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার। তাঁরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বলেন, এটি এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করবে। বিধায়ক গৌতম পাল জানান আজকের এই দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের স্মরণে আমরা এই পার্থলোজি ল্যাব উদ্বোধন করতে পেরে আনন্দিত। আশা করি, এটি ডালখোলা এলাকার মানুষের জন্য একটি বিশাল সহায়ক প্রমাণ হবে।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ গ্রেফতার ৪

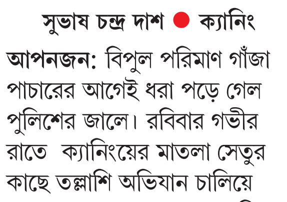

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের আগেই ধরা পড়ে গেল পুলিশের জালে। রবিবার গভীর রাতে ক্যানিংয়ের মাতলা সেতুর কাছে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে চারজন কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে তিনজন নাবালক রয়েছে। আটক করা হয়েছে গাড়িটি। ঐ গাড়িতে করেই তিন নাবালক সহ মোট চারজন গাঁজা নিয়ে বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিল পাচারের উদ্দেশ্যে। ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় সেগুলি। ধৃতদের বাড়ি বাসন্তীর চুনাখালি বলে পুলিশ সুত্রের জানা গিয়েছে। কোথা থেকে এই গাঁজা আনা হচ্ছিল এবং কোথায় এগুলি পাচার করা হচ্ছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।সুত্রের খবর গ্রেপ্তার হওয়া ওই যুবকের নাম সঞ্জয় বর্মন। সঞ্জয়ের বাড়ি কলকাতার আনন্দপুর এলাকায়।

প্রাথমিক স্কুলে চিকিৎসক দিবস উদযাপন

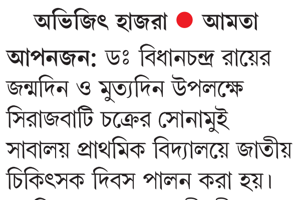

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যদিন উপলক্ষে সিরাজবাটি চক্রের সোনামুই সাবালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়। ডঃবিধান চন্দ্র রায়ের জীবনী ও মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে সমস্ত কাজ করেছেন সেই সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র। বক্তব্য শোনার পর সকল ছাত্র-ছাত্রী ভীষণ ভাবে খুশি হন। চতুর্থ শ্রেণির শুভম সামন্ত, অজয় কুমার আশ, মহঃআজিজ রহমান, তিয়াসা সামন্ত, সুস্মিতা পাল, ঈশিকা পারভিন বলে আজ আমরা ডঃ বিধান চন্দ্র রায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম যা আমাদের অনেক কিছুই অজানা ছিল। তাই আজকের দিনটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আইএসএফ শিবির থেকে তৃণমূলে যোগ

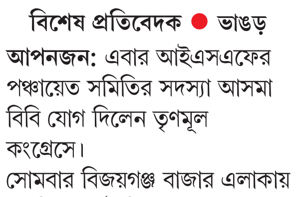

বিশেষ প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: এবার আইএসএফের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা আসমা বিবি যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।
সোমবার বিজয়গঞ্জ বাজার এলাকায় ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সওকাত মোল্লার হাত ধরে আসমা বিবি যোগ দেয় তৃণমূল কংগ্রেসে।
আসমার পাশাপাশি এদিন পানাপুকুর ১৬৩ নং আইএসএফ বুথ সদস্য আজারউদ্দিন মোল্লাও যোগ দেয় তৃণমূলে। পাশাপাশি চালতাবেড়িয়া ও ভোগালি ১ নং অঞ্চল থেকে কয়েকশো আইএফএফ কর্মী সমর্থক যোগ দেয় তৃণমূলে ।
ভাঙড়ে আইএসএফ নেত্রী হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন আসমা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে নানা বিষয় নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন তিনিও।

গাঁজা চাষ করায় অভিযান উস্থি থানার

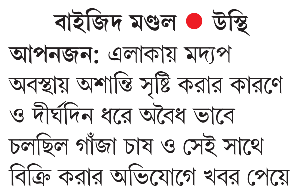

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় অশান্তি সৃষ্টি করার কারণে ও দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ভাবে চলছিল গাঁজা চাষ ও সেই সাথে বিক্রি করার অভিযোগে খবর পেয়ে অভিযান চালায় উস্থি থানার পুলিশ। উস্থি থানার ওসি আসাদুল শেখ এর নির্দেশনায়,গাঁজার গাছ সহ এক জনকে গ্রেফতার করেছে উস্থি থানা পুলিশ। এদিন পিসি অফিসার সাকিবের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। শনিবার রাতে আসামী সাদ্দাম লস্করকে ইয়ারপুর আটঘরা পাড়া এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় আনুমানিক প্রায় ৬ ফুট লম্বা একটি গাঁজার গাছ সহ আটক করা হয় । গাছটি ধৃত আসামী সাদ্দাম লস্কর এর বসত ঘর সংলগ্ন এলাকা হতে উদ্ধার করা হয়। সে দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা গাছ গুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

বর্ষায় ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া থেকে সাবধান থাকার ঘরোয়া উপায়

আপনজন ডেস্ক: বর্ষা এলেই বাড়তে থাকে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার চোখরাঙানি। আর এই সময় নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন বাড়তি সাবধানতার। বর্ষাকাল এলেই মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের উৎপাত বেড়ে যায়। বাড়ে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার মতো রোগ। রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমালেও দিনের বেলা কী উপায় মশার কামড় থেকে বাঁচা যায়? অনেকেই মশার ধূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু সারা দিন এই ধূপ বা কয়েল জ্বালিয়ে বদ্ধ ঘরে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। অনেকে মশা তাড়ানোর ক্রিম বা স্প্রেও ব্যবহার করেন। কিন্তু ক্রিমগুলো বেশ চটচটে। ভ্যাপসা গরমে মেখে থাকা অনেক কষ্টকর। আপনিও যদি সেই দলে পড়েন, তা হলে মশার কামড় থেকে বাঁচার কিছু ঘরোয়া উপায় জেনে নিন।

১. লেমন ইউক্যালিপটাস: প্রচুর মশা তাড়ানোর স্প্রে'র মূল উপাদান লেমন ইউক্যালিপটাস তেল। এই এসেনশিয়াল অয়েল লাগালে অনেকক্ষণ মশা দূরে থাকবে। তাই দিনের বেলা গোসলের পর ময়শ্চারাইজ়ার মাখার মতো নিয়ম করে হাতে এবং পায়ে এই তেলও মেখে নিতে পারেন।

২. পিপারমেন্ট অয়েল: অনেকেই মশা তাড়াতে ঘরের কোণে পিপারমেন্ট অয়েলযুক্ত সুগন্ধি মোম জ্বালান। তবে এই এসেনশিয়াল অয়েল আপনি গায়েও মাখতে পারেন, মশার কামড় থেকে বাঁচতে। তবে সরাসরি পিপারমেন্ট অয়েল গায়ে লাগালে র‌্যাশ বেরোতে পারে। তাই নারকেল তেল বা অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগান।

৩. কর্পূর: মশার ধূপ সারা দিন না জ্বালাতে চাইলে ঘরের কোণে কর্পূর রাখতে পারেন। যে টেবিলে বসে সারা দিন কাজ করছেন বা খাটের পাশে রাখা টেবিলে রেখে দিতে পারেন, কিছুটা কাজ দেবে।

৪. ফ্যান চালান: শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকলে কত জন আর ফ্যান চালান! কিন্তু ঘরে জোরে ফ্যান চালিয়ে রাখলেও গায়ে খুব একটা মশা বসার সুযোগ পায় না। ফ্যানের জোর হাওয়ায় মশা খুব একটা উড়তে পারে না।

৫. পানি জমতে দেবেন না: বাড়ির আশপাশে বেশি পানি জমে থাকলে বাড়িতে মশা বেশি হবে। ছাদের কোণে বৃষ্টির পানি জমছে কিনা খেয়াল রাখুন। বাথরুমে অহেতুক পানি জমিয়ে রাখবেন না। যদি রাখতেই হয়, ঢাকনা দেওয়া বালতি ব্যবহার করুন। বাগান, বারান্দা বা ছাদে কোনও খালি গাছের টব রাখা থাকলে সেগুলি উল্টে রাখুন। বাড়ির বাইরে ময়লা ফেলার বালতি থাকলে সেগুলিতে পানি জমে থাকছে কি না, খেয়াল রাখুন।

প্রতিদিন মাউথওয়াশের ব্যবহার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়

আপনজন ডেস্ক: মাউথ ওয়াশ একজাতীয় রাসায়নিক উপাদানসমৃদ্ধ তরল জীবাণুনাশক। মাউথ ওয়াশে বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল ও ফ্লোরাইড থাকায় ৬ বছরের নিচে বাচ্চাদের ব্যবহার করা ঠিক নয়। আপনি কি নিয়মিত মাউথওয়াশ ব্যবহার করেন? দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করে চলেছেন? তা হলে সতর্ক হতেই হবে। কারণ, 'মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি' জার্নালে সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে গবেষকেরা দাবি করেছেন কয়েকটি নামী ব্র্যান্ডের মাউথওয়াশ নিয়মিত ব্যবহারে মুখের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। এই ধরনের মাউথওয়াশের মিন্ট দেওয়া থাকে। কুলকুচি করার পরেই মুখের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে যায়। গবেষকদের দাবি, টানা এমন মাউথওয়াশ ব্যবহার করলে দাঁত ও মাড়িতে ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বাড়ে। যা পরবর্তী সময়ে ক্যানসারের মতো রোগের কারণ হতে পারে। দাঁতের সমস্যা নিয়ে ভোগেন কমবেশি সকলেই। দাঁতের চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন, দাঁত ভালো রাখতে সারাদিনে অন্তত ২ বার ব্রাশ করতেই হবে। কিন্তু তবুও নানা সমস্যার কারণে দাঁত, মাড়ি ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা লেগেই থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে দাঁত একটু বেশিই সমস্যাপ্রবণ হয়। আবার লিভারের সমস্যা বা ফুসফুসের সমস্যায় মুখে দুর্গন্ধ নিয়েও ভুগতে হয় অনেককে। অনেক সময়ে নিয়মিত ব্রাশ করেও এই দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। ফলে জনসমক্ষে অসুবিধায় পড়তে হয়। আর এই সমস্যা এড়ানোর জন্যই অনেকে মাউথওয়াশ বা মাউথ ফ্রেশনার ব্যবহার করেন। অনেকে আবার নিয়মিত মাউথওয়াশ দিয়ে কুলকুচি করেন। মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, মাউথওয়াশ মুখের দুর্গন্ধ সাময়িক ভাবে দূর করতে পারলেও, এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে মিন্ট দেওয়া কিছু মাউথওয়াশ প্রতি দিন ব্যবহার করলে মুখে স্ট্রেপটোকক্কাসের মতো ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। এই ধরনের ব্যাক্টেরিয়া দাঁত ও মাড়ির ক্ষয় ধরায়। খাবারের সঙ্গে ব্যাক্টেরিয়া গলা দিয়ে খাদ্যনালিতে গিয়ে পৌঁছে সেখানে প্রদাহ তৈরি করে। ফলে ধীরে ধীরে কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন শুরু হয়ে খাদ্যনালিতে টিউমার তৈরি হতে পারে। গবেষকেদের দাবি, মুখের ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বাড়লে তা খাদ্যনালির ক্যানসার ও কোলন ক্যানসারের কারণ হয়ে উঠতে পারে। গবেষকেদের ব্যাখ্যা, মাউথওয়াশে যে উপাদানগুলো থাকে অর্থাৎ জিঙ্ক গ্লুকোনেট, ট্রাইক্লোসান, থায়ামল, সেটাইলপিরিডিনিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তাছাড়া মিন্ট দেওয়া এ সব মাউথওয়াশে ইথানল এবং অ্যালকোহলের মাত্রা এতটাই বেশি থাকে যে, রোজ ব্যবহার করলে খাদ্যনালি ও অন্ত্রের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর কিছু লক্ষণও প্রকাশ পায় শরীরে। আপনি হয়তো দেখলেন, মাউথওয়াশ ব্যবহারের পরে মুখের ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করছে, তা হলে সতর্ক হতে হবে। খাবার খেতে অনিচ্ছা, হঠাৎ করে ওজন কমে যাওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট, বুকে অস্বস্তি, অবিরাম কাশি এর লক্ষণ হতে পারে। খাবার হজমে সমস্যা হতে পারে, মলদ্বারে ব্যথা, রক্তপাত হলে সাবধান হতে হবে। দাঁতের চিকিৎসকেদের পরামর্শ, মুখে গন্ধ হলে মাউথওয়াশের বদলে টি ট্রি অয়েল, পিপারমেন্ট অয়েল বা লেমন অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। ধূমপান যত কম করা যায়, ততই ভালো। লবঙ্গ প্রাকৃতিক মাউথওয়াশের কাজ করে। মুখে লবঙ্গ রাখতে পারেন কিছুক্ষণ। আর তা না হলে লবঙ্গ পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি দিয়ে কুলকুচি করুন। এতে দুর্গন্ধ চলে যায়। প্রতি দিন ব্রাশ করার সময়ে ভালো করে জিভ পরিষ্কার করুন। তাতেও কাজ হবে অনেকটা। একান্তই সমস্যা বাড়লে তখন দাঁতের চিকিৎকের পরামর্শ নেওয়াই ভালো।

শ্বেতি রোগের চিকিৎসা

ডা. যাকিয়া মাহফুজা

ত্বকের স্তরে মেলানোসাইট নামের একটি কোষ থাকে। এই কোষ থেকে মেলানিন নামের একটি পিগমেন্ট তৈরি হয়, যা আমাদের গায়ের রং তৈরিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন কারণে যখন মেলানিন তৈরিকারক মেলানোসাইট কোষগুলো চামড়ার কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন সে জায়গা হয়ে যায় একদম পুরোপুরি সাদা এবং এ রকমভাবে ত্বকের এক বা একাধিক জায়গা ধবধবে সাদা হয়ে যাওয়ার নামই শ্বেতি।

কারণ

শ্বেতি রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো আবিষ্কার করা না গেলেও এটাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় অটো ইমিউন ডিজিজ বলে মনে করা হয়, যেখানে কোনো বিচিত্র রহস্যময় কারণে শরীর নিজের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক কোষকেই নিজের শত্রু মনে করে সেগুলোকে নিজেই ধ্বংস করে ফেলে। তবে এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে রোগীর বংশপরম্পরা যেমন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, তেমনি মানসিক চাপ, হতাশা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অবসাদ এবং এ ধরনের সব নেতিবাচক মানসিকতা ও সঠিক জীবনযাপনপ্রণালী পালন না করার কারণে নিজের শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়াও এ রোগের উৎপত্তির একটি বিরাট কারণ বলে মনে করা হয়।

চিকিৎসা

শ্বেতি রোগের চিকিৎসার ফলাফলের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে—

* যত কম সময় ধরে রোগটি শুরু হয়।
* যত কম বয়সে রোগটির আবির্ভাব ঘটে।
* যত কমসংখ্যক আক্রান্ত স্থান থাকে, রোগটি নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতির চিকিৎসায়ও এসেছে বহু নতুন বাঁক এবং নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি। মূলত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে যে ধরনের খাবার খাওয়া উচিত তার সবই এই রোগের অন্যতম প্রধান চিকিৎসার অন্তর্গত।

তাই শাকপাতা ও ভিটামিন সি সংবলিত খাবার এখন এই রোগ নিরাময়ের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশিত। চিকিৎসার অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রিমজাতীয় ওষুধ রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ ভালো ফল দিয়ে থাকে।

তবে ক্রিমজাতীয় ওষুধ ব্যবহারের সময় চিকিৎসকের নির্দেশনা সঠিকভাবে মেনে চলা এবং তাঁর সঙ্গে নির্দেশিত সময়ে সাক্ষাৎ করা বিশেষভাবে জরুরি।

সূর্যালোকের সঙ্গে এই রোগের চিকিৎসার বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। সে জন্য অনেক সময়ই কিছু বিশেষ ওষুধ আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে নির্দিষ্ট সময় রোদ লাগালে সেখানে মেলানোসাইট কোষ নতুন করে তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে আক্রান্ত ত্বক তার স্বাভাবিক রং ফিরে পায়।

স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে প্রয়োজন সতর্কতা

আপনজন ডেস্ক: স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত ভারতীয় অভিনেত্রী হিনা খান। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন ৩৬ বছর বয়সি এই অভিনেত্রী। তিনি জানিয়েছেন, তার ক্যানসার এখন তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে। সচেতনতা বা নানা ভুল ধারণায় এ রোগ মহামারীর মতো বেড়েই চলেছে। গ্লোবোক্যানের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ১৩ হাজার নারী নতুন করে এই ক্যানসারে আক্রান্ত হন। মারা যান প্রায় আট হাজার। আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুহার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, যেকোনো নারীই স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে, পুরুষদেরও এই রোগ হতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার-আইএআরসি'র হিসাবে, প্রতি বছর ১৩ হাজারেরও বেশি নারী নতুন করে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। মারা যান ৬৭৮৩ জন। নারী ক্যানসার রোগীদের মধ্যে ১৯% ভোগেন স্তন ক্যানসারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যানসারে আক্রান্ত প্রতি ৪ জন নারীর মধ্যে ১ জন স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত। এটি নারীদের মধ্যে ক্যানসারজনিত মৃত্যুর পঞ্চম কারণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে। বিষয়টি নিয়ে বিভাগের অধ্যাপক মাহফুদা মোবারক বলেন, 'স্ক্রিনিং পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে ৬০ শতাংশের বেশি রোগীর প্রাথমিক পর্যায়েই স্তন ক্যানসার শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে ৯৯-১০০ শতাংশ রোগ নিরাময় করা যায়। দেশের মানুষ এখনো এ বিষয়ে তেমন সচেতন নয়। তাই বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে তারা চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন। এ কারণে আমাদের দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার নির্ণয়ের হার ৫ শতাংশের নিচে। তাই স্তন ক্যানসার নিরাময়ের হারও অনেক কম। অর্থনৈতিক সমস্যা তো রয়েছেই একই সঙ্গে মানুষের মধ্যে লজ্জার ভাব রয়েছে। দেশে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার এবং মৃত্যুর হার এক নয়। উন্নত দেশগুলোতে স্তন ক্যানসারের হার অনেক বেশি হলেও মৃত্যুর হার অনেক কম। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, উন্নত দেশগুলোতে প্রতি ১ লাখ নারীর মধ্যে ৯০ থেকে ১১৫ জন স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ক্যানসারের সব ধরনের চিকিৎসা বিদ্যমান থাকলেও তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আছে বিস্তর প্রশ্ন। এছাড়াও ব্যয়বহুল এসব চিকিৎসায় হিমশিম খেতে হয় মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত মানুষের। তার ওপর সত্যিকার অর্থেই কোথায় ভালো একটু চিকিৎসা পাবেন সেই তথ্য নিয়েও আছে হাজারও বিভ্রান্তি। আর এসব বিবেচনায় ক্যানসার মানেই ভোগান্তির এক দীর্ঘ অধ্যায়।' শুভ্র বসনে যত বিয়েশুভ্র বসনে যত বিয়ে

শরীরের ভেতরের ক্যানসারগুলো তো বুঝতে সমস্যা হয় কিন্তু স্তন ক্যানসারের লক্ষণগুলো উঁকি দেয় শরীরের বাইরেই। শুধু চাই একটু সচেতনতা, আর একটু সতর্কতা। আর এই সতর্কতা চাই নারী পুরুষ সবারই। অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ, পুরুষরাও এখন স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন।

শিশুদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতায় প্রভাব ফেলছে ডিজিটাল ডিভাইস

আপনজন ডেস্ক: শিশুদের খেলার প্রধান মাধ্যম এখন মোবাইল এবং মোবাইল/ট্যাবের গেম। বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে ডিজিটাল গেমে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয়ে কোনো ক্লান্তি নেই। অভিভাবকদের চাপে কিংবা চোখ রাঙানিতে কেবল গেমস থেকে মুখ তুলতে বাধ্য হয় তারা।

এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের রাগ বা জেদ নিয়ন্ত্রণে অনেকেই ডিজিটাল ডিভাইস হাতে তুলে দেন। তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সম্প্রতি এক গবেষণা প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ফ্রন্টিয়ার্স ইন চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডলেসেন্ট সাইকিয়াট্রিতে এ সম্পর্কিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বলে জানিয়েছে নিউরোসায়েন্স নিউজ। প্রতিবেদনে গবেষকেরা জানান, শিশুদের শান্ত করতে তার হাতে স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট তুলে দিলে তা তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইসের পরিবর্তে অভিভাবকরা যদি আবেগ নিয়ন্ত্রণে সন্তানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন বা আলোচনা করেন সেটি মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন শিশুদের খেলনার তালিকায় প্রথমেই থাকে মোবাইল ফোন। শিশুর বায়না পূরণে মোবাইলে গেমস দেখা বা গান শোনা যেন একধরনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনের বিকিরণের কারণে শিশুর চোখে ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আগে শিশুদের গল্প শুনিয়ে খাবার খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো হতো। কিন্তু আজকাল সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন কিংবা টিভি। ফলে মোবাইল ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ছে শিশুরা। তাদের মতে, জীবনের প্রথম কয়েক বছর শিশুরা আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে অনেক কিছু শিখে থাকে। এ সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংবেদনশীল, মানসিক ও আচরণগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তারা জানতে পারে ও শেখার চেষ্টা করে, যা মূলত মা-বাবার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্কের মাধ্যমে তৈরি হয়ে থাকে।

হাঙ্গেরি ও কানাডার গবেষক দলটি জানান, বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস শিশুদের এমন আচরণ ঠেকানোর জন্য যে একেবারেই কার্যকর নয়, সেটি সবাইকে বোঝাতে পারলে তা মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা উভয় ক্ষেত্রের জন্য হিতবাচক হবে। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে, বিশ্বে প্রতি তিনজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজন শিশু। প্রতিদিন ১ লাখ ৭৫ হাজার অর্থাৎ প্রতি আধা সেকেন্ডে একজন শিশু নতুন করে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। ফেসবুক ব্যবহারকারীদের ২৫ শতাংশের বয়সই ১০ বছরের কম। ফেসবুকসহ সবধরনের সোশ্যাল মিডিয়ায় ৯০ শতাংশ ব্যবহারকারীর বয়সই ১৮ থেকে ২৯-এর মধ্যে। বাংলাদেশেও ইন্টারনেট প্রসারের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারী, যাতে রয়েছে শিশুরাও। বিটিআরসির ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের প্রায় ৩ দশমিক ৫ শতাংশ নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যার বড় একটা অংশই যুক্ত থাকে নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে। হাঙ্গেরির ইওটভোস লোরান্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. ভেরোনিকা কনক বলেন, গবেষণার মাধ্যমে আমরা অভিভাবকদের এটি দেখাতে চেয়েছি, শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণে ডিভাইসের ব্যবহার নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি ভবিষ্যতে রাগ নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতাকে আরো দুর্বল করে তুলবে। কানাডার ইউনিভার্সিটি ডি শেরব্রুককের অধ্যাপক ক্যারোলিন ফিটজপ্যাট্রিক বলেন, আমরা প্রায়ই দেখি, সন্তানের মন খারাপ হলে মা-বাবারা তাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে তাদের হাতে ট্যাবলেট বা স্মার্টফোন তুলে দেন। শিশুরা ডিজিটাল কনটেন্টে সহজেই আকৃষ্ট হয়, যা তাদের বদমেজাজ বন্ধ করার সহজ একটি উপায়। আর স্বল্পমেয়াদে এটি ভালোই কাজে আসে।

তিনি জানান, বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস যে বদমেজাজ নিরাময়ের জন্য অনুপযুক্ত হাতিয়ার, সে বিষয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দুই-ই উপকৃত হবে। গবেষণাটির জন্য ২০২০ সালে একটি মূল্যায়ন ও এর এক বছর পর একটি ফলোআপ পরিচালনা করেছিলেন গবেষকরা। এজন্য দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সী তিন শতাধিকের বেশি শিশুর বাবা-মা একটি প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছেন, যেখানে শিশু ও মা-বাবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহারের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, মা-বাবারা শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে তাদের ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহারের প্রবণতা বাড়িয়ে দিলে এর এক বছর পর গিয়ে দেখা যায়, তাদের রাগ ও হতাশা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অনেক কমে গেছে। এছাড়া যাদের বেশি সময় ডিভাইস দেওয়া হয়েছে তারা পরবর্তী সময়েও সেভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

ড. ভেরোনিকা কনক জানান, ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে শিশুর রাগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এর বিপরীতে রাগ, ক্রোধ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে বিষয়ে অভিভাবকই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারবেন।

গবেষক দলটি জানান, ভবিষ্যৎ জীবনে যেসব শিশু তাদের ক্রোধ বা রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সঙ্গে ডিজিটাল ডিভাইসের সখ্যের বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাই যেসব বিষয় শিশুকে রাগান্বিত করে, সেগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয় বলেও জানিয়েছেন গবেষকরা।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

উচুন্টি গাছে আছে যাদুকরী ঔষধিগুণ

আপনজন ডেস্ক: স্যাঁতসেঁতে ভেজা জংলা জায়গায়, আর্দ্র অঞ্চলে ও পরিত্যক্ত জমি যেখানে মানুষের যাতায়াত কম সেসব জায়গাতেই অযত্নে অবহেলায় উচুন্টি গাছ জন্মাতে দেখা যায়। উচুন্টি, ইংরেজিতে এর নাম goatweed, whiteweed। উচুন্টির বৈজ্ঞানিক নাম: Ageratum conyzoides। এটি Asteraceae পরিবারের একটি একবর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় ঔষধি উদ্ভিদ। গাছটি ৩০ - ৬০ সেমি লম্বা হয়, কাণ্ড খাড়া ও রোমশ, পাতা অর্ধগোলাকার ও কিনার খাঁজকাটা ২ - ৬ সেমি লম্বা। উচন্টির ফুল সাধারণত সাদা, তবে সাদার মধ্যে হালকা গোলাপি আভা লক্ষণীয়। উচুন্টি গাছ ভারতসহ অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত আক্রমণকারী আগাছা হিসেবে বিবেচিত একটি উদ্ভিদ। এটি স্যাতস্যাতে স্থানে বেশি জন্মে। একে ফুলকুড়ি, দোচুন্টি, ভুরভুরি নামেও ডাকা হয়। পুষ্প বিন্যাস শিরমঞ্জরী, সমপরিনত, ব্যাস ৩-৬ মিমি, প্রান্তীয় ঘন সমভূমঞ্জরীতে সজ্জিত, ০.৫-৩.০ মিমি লম্বা রোমশ পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত, পত্রাবরণ অনুর্ধ ৬ x ৫ মিমি। পরাগধানী উপাঙ্গ বিশিষ্ট, নিম্নাংশে স্থুলাগ্র সিপসেলা সংকীর্ণ ভাবে আয়তকার। মঞ্জুরিতে থোকা থোকা ফুল হয়। ফল পাঁচ কোণী ও কালো। প্রায় সারাবছরই কমবেশি ফুল থাকে। তবে বর্ষায় বেশি ফুল ফোটে। প্রায়শই এর ফুলে প্রজাপতি বা নানা কীটপতঙ্গ দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে ফুলে মধু আছে। উচুন্টি নিজেই কীটনাশক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত বীজ থেকেই এর বংশবিস্তার হয়ে থাকে। গাছটির পাতা, মূল ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই গাছ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।

উচুন্টি গাছের ঔষধিগুণ

(১) অধিক জ্বরে হলে উচুন্টি গাছের পাতা ভালো করে পিষে গায়ে লাগালে বা পাতার রস প্রতিদিন ২-৩ চামচ করে ৩ বার পান করলে জ্বর কমে যায়।
(২) উচুন্টি গাছের পাতার রস খেলে ডায়রিয়া দ্রুত ভালো হয়।
(৩) উচুন্টি গাছের পাতার নিয়মিত খেলে পেট ফাঁপায় উপকার পাওয়া যায়।
(৪) উচুন্টি গাছের পাতার রস বেটে হালকা গরম করে সকাল বিকেল খেলে গ্যাস্ট্রিক ভালো হয়।
(৫) উচুন্টি গাছের পাতা বেটে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ঘায়ে লাগালে ঘা দ্রুত ভালো হয়।
(৬) শূল বেদনা ও চর্মরোগে এ গাছের পাতা দারুণ প্রতিষেধক।
(৭) উচুন্টি গাছের পাতার রস ক্ষতস্থানে লাগালে টিটেনাস হওয়ার ঝুঁকি থাকে না।
(৮) উচুন্টি গাছের কচি পাতা বা সম্পূর্ণ গাছ গুঁড়া করে বা সেদ্ধ করে ব্যথার স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।
(৯) উচুন্টি গাছের মূল সিদ্ধ করে এই ক্বাথ খেলে নাক থেকে রক্তঝরা বন্ধ হয়।
(১০) রক্তপ্রবাহরোধী স্ত্রীরোগে এটি দারুণ কার্যকর।
(১১) মাথাব্যথা বা মাথাঘোরায় কচি পাতা বেটে দিলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়।

চুলপড়া রোধ করে কচুর লতি, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়

আপনজন ডেস্ক: নানা ধরনের কচু রয়েছে। পানি কচু, মুখি কচু, কচুর লতি, ওলকচু প্রভৃতি। কচুর লতি যা হাড় শক্ত করে ও চুলপড়া রোধ করে। কচুর লতিতে ডায়াটারি ফাইবার বা আঁশের পরিমাণ খুব বেশি। যা খাবার হজমে সাহায্য করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কচুর লতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে, যা সংক্রামক রোগ থেকে আমাদের দূরে রাখে।

কচুর মূল উপাদান হলো আয়রন (Fe), যা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রেখে শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ ঠিক রাখে। প্রতি ১০০ গ্রাম কচুশাকে ৩৯ গ্রাম প্রোটিন, ৬ দশমিক ৮ গ্রাম শর্করা, ১৫ গ্রাম চর্বি, ২২৭ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ১০ মিলিগ্রাম আয়রন ও ৫৬ মিলিগ্রাম খাদ্যশক্তি থাকে।

কচুর লতির উপকারিতা:

১. কচুর লতিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। যা প্রতিরোধ রোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। যা হাড় শক্ত করে ও চুলপড়া রোধ করে।

২. কচুর লতিতে ডায়াটারি ফাইবার বা আঁশের পরিমাণ খুব বেশি। যা খাবার হজমে সাহায্য করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কচুর লতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে, যা সংক্রামক রোগ থেকে দূরে রাখে।

৩. নিয়মিত কচুর লতি খেলে শরীরে জলীয় ভাব বজায় থাকে। শরীর শুকিয়ে যায় না। এতে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন আর ভিটামিন বি রয়েছে। যা মস্তিষ্কের পুষ্টিতে সাহায্য করে।

৪. আজকাল অনেকেই কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন। নিয়মিত কচুর লতির তরকারি খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে। কচুর লতি খেলে অ্যাসিডিটি ও গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দূর করে।

৫. অনেকের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। রাতে চোখে ভালো দেখতে পান না অনেকেই। কচুর লতি নিয়মিত খেলে এই সমস্যাও কমে যায়।

এই গুণগুলো থাকলেও গলা চুলকানোর ভয়ে যারা কচুর লতি এড়িয়ে চলেন, তাদের হাতেও এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা আছে। কচুর লতিতে থাকা অক্সালেটের কারণেই গলায় সমস্যা হয়। কচুর লতির তরকারিতে অল্প লেবুর রস মিশিয়ে নিলে এই সমস্যা একেবারে কেটে যায়।

মেধা অন্বেষণ ২০২৪

৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

বিশেষ সহযোগিতায়

অনুসন্ধান কলকাতা ও বেস এডুকেশনাল হাব

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুর যথাযথ বিকাশে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ - মেধার উন্মেষ, দক্ষতা নির্ণয় ও সুস্থ প্রতিযোগিতা। এদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত বর্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেস এডুকেশনাল হাব আয়োজন করেছে ট্যালেন্ট সার্চ ২০২৪ প্রতিযোগিতা। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য। অনুসন্ধান কলকাতার সহায়তায়। ট্যালেন্ট সার্চ-এর প্রশ্নপত্র কেমন হয় এবং তা নিয়মিত অনুশীলনের জন্য প্রতি সপ্তাহে অংশ বিশেষ প্রকাশিত হবে প্রতি সোমবার আপনজনের 'স্টাডি পয়েন্ট' বিভাগে। এগুলি সংগ্রহে রেখো, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী

পঞ্চম শ্রেণী

ইংরেজি

1. Fill in the blank with the most appropriate word: A rolling stone ____ no moss.
   (a) gather (b) gathers
   (c) have gathered (d) have gathering
2. Rani is writing a letter to her uncle.
   Choose the sentence with the same meaning as the one given above:
   (a) Rani wrote a letter.
   (b) Rani wrote a letter to her uncle.
   (c) A letter is being written by Rani to her uncle.
   (d) A letter has been written by Rani to her uncle.
3. Choose the antonym of the word underlined in the sentence: She is superior to us in many ways.
   (a) inferior (b) interior
   (c) suspicious (d) successive
4. Choose the appropriate word to fill the blank: The little girl dived gracefully ____ the pool.
   (a) in (b) to
   (c) on (d) into
5. Fill in the blank: His car ____ by a speeding bus.
   (a) hit (b) was hit
   (c) had hit (d) will hit
6. Choose the subject of the sentence given below:
   The girl in a red dress was dancing.
   (a) the girl (b) red dress
   (c) the girl in a red dress (d) was dancing
7. Rita was the ____ among all of our friends. Choose the appropriate word to fill the blank:
   (a) smartest (b) smarter
   (c) smart (d) smartly
8. The children are watering the plants in the field. What part of speech is the underlined word?
   (a) Noun (b) Pronoun
   (c) Preposition (d) Verb
9. Choose the interrogative sentence:
   (a) Please pass the salad. (b) Can you read it out?
   (c) It was a pleasant day. (d) Hurray, we won the match!
10. Choose the correct preposition: He is suffering ____ an infection.
   (a) of (b) with
   (c) from (d) in

গণিত

1. ২ ÷ ২ ÷ ২ ÷ ২ = কত?
   (a) ১ (b) $\frac{১}{৪}$
   (c) ৪ (d) $\frac{৩}{৪}$
2. 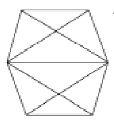 চিত্রে মোট ক'টি ত্রিভুজ আছে?
   (a) ৮ (b) ১৬
   (c) ৪ (d) ১৯
3. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুটিকে বলে—
   (a) ভূমি (b) লম্ব
   (c) অতিভুজ (d) বহুভুজ
4. $\frac{১}{২}$ সরলকোণ =
   (a) সূক্ষ্মকোণ (b) সমকোণ
   (c) স্থূলকোণ (d) প্রবৃদ্ধকোণ
5. বৃহত্তম দশমিক ভগ্নাংশটি হল =
   (a) ৭.০৫ (b) ৭.১
   (c) ৭.০৯ (d) ৭.০৯৯
6. $\sqrt{\{(১০)^{২}\}^{২}}$ = কত?
   (a) ১০ (b) ১০০
   (c) ১০০০০ (d) ১০০০
7. ২ + ৪ ÷ ২ = কত?
   (a) ৩ (b) ৪
   (c) ১০ (d) ১
8. একটি বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা-এর দৈর্ঘ্য ২০ সেমি., ওই বৃত্তের ব্যাস কত সেমি?
   (a) ১০ (b) ১৫
   (c) ২০ (d) ৫
9. একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সেমি ও ৭ সেমি, তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কত হলে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব হবে?
   (a) ৮ সেমি. (b) ১৩ সেমি.
   (c) ১২ সেমি. (d) ১৫ সেমি.
10. ৪৮০ মিনিট = কত ঘণ্টা?
   (a) ৮ ঘণ্টা (b) ৬ ঘণ্টা
   (c) ৫ ঘণ্টা (d) ৭ ঘণ্টা

সাধারণ জ্ঞান

1. পেঁয়াজ হল—
   (a) মূল (b) রূপান্তরিত কাণ্ড
   (c) ফুল (d) ফল
2. প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহ কঙ্কাল যতগুলি হাড় দিয়ে গঠিত—
   (a) 106 (b) 206
   (c) 221 (d) 235
3. রংধনুতে রং-এর সংখ্যা কত?
   (a) 5 (b) 7
   (c) 8 (d) 9
4. ভারতের যে শহরকে পার্ল সিটি বলা হয়—
   (a) কলকাতা (b) ব্যাঙ্গালোর
   (c) হায়দরাবাদ (d) দিল্লি
5. মানুষের জিহ্বার সব অংশে যে স্বাদ গৃহীত হয়—
   (a) টক (b) নোনতা
   (c) তেতো (d) মিষ্টি
6. পি ভি সিন্ধু যে খেলার সঙ্গে যুক্ত—
   (a) ফুটবল (b) ক্রিকেট
   (c) ব্যাডমিন্টন (d) হকি
7. আমাদের দেহে ভারসাম্যকারী অঙ্গের নাম হল—
   (a) মাথা (b) কান
   (c) হাত (d) পা
8. ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হল—
   (a) জিওলজি (b) জুলজি
   (c) সিসমোলজি (d) বায়োলজি
9. লেবুতে যে অ্যাসিড থাকে—
   (a) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (b) নাইট্রিক অ্যাসিড
   (c) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (d) সাইট্রিক অ্যাসিড
10. বেমানান যেটি—
   (a) লিলি (b) সূর্যমুখী
   (c) পদ্ম (d) ফুলকপি

বিজ্ঞান

1. কাকাতুয়ার ঝুঁটি হল—
   (a) চুলের গোছা (b) শক্ত লোমের গোছা
   (c) পালকের গোছা (d) আঁশের গুচ্ছ
2. মানুষের দেহে সারা শরীর অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছে দেয় যে অঙ্গটি সেটি নির্ধারণ করো।
   (a) হৃৎপিণ্ড (b) ফুসফুস
   (c) বৃক্ক (d) পাকস্থলী
3. বায়ুবাহিত এই রোগটির চিকিৎসা বছরখানেক ধরে হাসপাতালে DOT চিকিৎসা। মাঝপথে ওষুধ ছেড়ে দিলে রোগটি খুবই মারাত্মক হয়ে ওঠে। রোগটি চিহ্নিত করো।
   (a) পোলিও (b) যক্ষ্মা
   (c) কলেরা (d) ম্যালেরিয়া
4. কাদা ও বালির পরিমাণ সমান যে মাটিতে থাকে সেটি চিহ্নিত করো—
   (a) বেলে মাটি (b) এঁটেল মাটি
   (c) দোঁয়াশ মাটি (d) হিউমাস
5. তোমাদের পুকুরে মাছ চাষ হয়। মাছের গায়ের ঘা সারানোর জন্য যে রাসায়নিক তুমি ব্যবহার করো সেটি নির্ণয় করো—
   (a) সোডিয়াম ক্লোরাইড (b) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট
   (c) DDT (d) ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড
6. হুলো বেড়ালের মতো বড়ো, কালো রং, মুখটা কুকুরের মতো এবং লেজটা লম্বা ও লোমশ। প্রাণীটিকে শনাক্ত করো—
   (a) নেকড়ে (b) শিয়াল
   (c) ভল্লুক (d) গন্ধগোকুল
7. সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের অবস্থান কী হবে নির্ধারণ করো।
   (a) পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চাঁদ অবস্থান করবে
   (b) পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানে সূর্য অবস্থান করবে
   (c) সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে পৃথিবী অবস্থান করবে
   (d) পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য সরলরেখায় অবস্থান করবে না
8. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্টি হয়—
   (a) বন্যা (b) হড়পা বান
   (c) সুনামি (d) ভূমিকম্প
9. নিম্নলিখিত যেটির থেকে অপ্রচলিত শক্তি পাই সেটি নির্বাচন করো—
   (a) কয়লা (b) ডিজেল
   (c) পেট্রল (d) সৌরবিদ্যুৎ
10. মানব মস্তিষ্কের কোন অংশটি রিলে সেন্টার হিসেবে কাজ করে—
   (a) হাইপোথ্যালামাস (b) থ্যালামাস
   (c) সেরিবেলাম (d) পন্স

রিজনিং

1. শূন্যস্থান পূরণ : 1, 4, 9, ?, 25
   (a) 10 (b) 16
   (c) 20 (d) 22
2. শূন্যস্থান পূরণ : ABC = 123 হলে DEF = ?
   (a) 234 (b) 345
   (c) 456 (d) 567
3. শূন্যস্থান পূরণ : BALL = DCNN হলে PEN = ?
   (a) RPG (b) RGP
   (c) ROP (d) RGQ
4. শূন্যস্থান পূরণ : 1 = ab এবং 2 = bc হলে, 3 = ?
   (a) (ab – bc) (b) (ab + bc)
   (c) (bc – ab) (d) (–ab – bc)
5. শূন্যস্থান পূরণ : 963, 852, ?, 630
   (a) 714 (b) 741
   (c) 740 (d) 735
6. শূন্যস্থান পূরণ : Y, W, ?, S
   (a) S (b) T
   (c) U (d) V
7. বেমানান বাছাই :
   (a) কলকাতা (b) পাটনা
   (c) লখনউ (d) আহমেদাবাদ
8. বেমানান বাছাই :
   (a) হুগলি (b) যমুনা
   (c) পদ্মা (d) গঙ্গা
9. বেমানান বাছাই :
   (a) কাজী নজরুল ইসলাম (b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   (c) এপিজে আব্দুল কালাম (d) সুকান্ত ভট্টাচার্য
10. বেমানান বাছাই :
   (a) বাল্ব (b) ফ্যান
   (c) কম্পিউটার (d) বাই-সাইকেল

উত্তর

ইংরেজি — 1 (b), 2 (c), 3 (a), 4 (d), 5 (b), 6 (c), 7 (a), 8 (d), 9 (b), 10 (c) **গণিত** — 1 (b), 2 (b), 3 (c), 4 (b), 5 (b), 6 (b), 7 (b), 8 (c), 9 (a), 10 (b) **সাধারণ জ্ঞান** — 1 (b), 2 (b), 3 (b), 4 (c), 5 (b), 6 (c), 7 (b), 8 (c), 9 (d), 10 (d) **বিজ্ঞান** — 1 (c), 2 (a), 3 (b), 4 (c), 5 (b), 6 (d), 7 (a), 8 (c), 9 (d), 10 (b) **রিজনিং** — 1 (b), 2 (c), 3 (b), 4 (b), 5 (b), 6 (c), 7 (d), 8 (c), 9 (c), 10 (d)

কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ খুঁজে পেল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এখনো ওঠার অপেক্ষায়

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিতের পাঁচ দিন পর প্রতিপক্ষ খুঁজে পেয়েছে আর্জেন্টিনা। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে লিওনেল মেসির দল খেলবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে। টেক্সাসের হিউস্টনে ম্যাচটি হবে বাংলাদেশ সময় ৫ জুলাই সকাল সাতটায়।
আর্জেন্টিনা তাদের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ পেয়ে গেলেও ব্রাজিল এখনো শেষ আটে ওঠার অপেক্ষায়। প্রথম দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট তোলা ব্রাজিল বুধবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে।
ইকুয়েডর আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ হয়েছে 'বি' গ্রুপে রানার্সআপ হয়ে। আজ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে মেক্সিকোর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে ইকুয়েডর। এতে মেক্সিকো-ইকুয়েডর দুই দলের পয়েন্ট সমান ৪ হলেও লাতিন আমেরিকার দেশটি গোল ব্যবধানে এগিয়ে (+১) গ্রুপে দ্বিতীয় হয়েছে। একই গ্রুপের অন্য ম্যাচে জ্যামাইকাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ভেনেজুয়েলা। আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলা ভেনেজুয়েলা ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপসেরা হয়ে শেষ আটে পেয়েছে কানাডাকে। ৬ জুলাই ভেনেজুয়েলা-কানাডা ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে খেলবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডরের মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে।
'এ' ও 'বি' গ্রুপের সব ম্যাচ শেষ হয়ে কোয়ার্টারের সমীকরণ মিলে গেলেও 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের শেষ ম্যাচ এখনো বাকি। আগামীকাল 'সি' গ্রুপের ম্যাচে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র-উরুগুয়ে ও বলিভিয়া-পানামা। বলিভিয়া ছাড়া বাকি তিন দলই এখনো কোয়ার্টার ফাইনালের দৌড়ে আছে। উরুগুয়ের পয়েন্ট ৬, যুক্তরাষ্ট্র ও পানামার ৩ করে। 'ডি' গ্রুপের ম্যাচ হবে বাংলাদেশ সময় বুধবার সকালে। যেখানে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ের প্রতিপক্ষ কোস্টারিকা। এই গ্রুপে প্যারাগুয়ে এরই মধ্যে ছিটকে পড়েছে। কলম্বিয়া ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে, ব্রাজিল ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ও কোস্টারিকা ১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে।

মাস্ক নিয়ে এমবাপ্পে, 'এটা সত্যি খুব বিরক্তিকর'

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই নাকে চোট পান কিলিয়ান এমবাপ্পে। চোট গুরুতরই ছিল, নাকটা যে ভেঙেই গেছে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকারের। সেই ভাঙা নাক নিয়ে গ্রুপ পর্বে ফ্রান্সের দ্বিতীয় ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলতেই পারেননি। তবে ফিরেছেন তৃতীয় ম্যাচে, পোল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে খেলেছেন মাস্ক পরে।
পোল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র ম্যাচে মাস্ক পরে খেলা এমবাপ্পে গোল করেছেন পেনাল্টি থেকে। গ্রুপ পর্বে ফ্রান্স যে দুটি গোল পেয়েছে, তার একটি আত্মঘাতী। তাই আজ বেলজিয়ামের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচেও গোলের জন্য এমবাপ্পের দিকে তাকিয়ে থাকবেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম। কিন্তু এমবাপ্পে যে মাস্ক পরে খেলা নিয়ে আছেন খুব ঝামেলার মধ্যে। ইউরো থেকে ছিটকে যেতে হবে বলে নাকে অস্ত্রোপচার করাননি। কিন্তু ভাঙা নাক রক্ষা করতে মাস্ক পরে খেলতে নেমে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না এমবাপ্পে। এরই মধ্যে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মাস্ক পরেছেন, কোনোটিতেই ঠিক সুবিধা পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার। মাস্ক নিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, 'প্রতিবারই কোনো না কোনো সমস্যা থাকছে। এটা সত্যিই খুব কঠিন। কারণ, এটা আপনার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং ঘাম জমে থাকে।'

কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে মেসি কি খেলতে পারবেন

আপনজন ডেস্ক: টানা তিন জয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল উঠেছে আর্জেন্টিনা। শেষ আটে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর। শেষ আটে প্রতিপক্ষের চেয়েও আর্জেন্টিনার মূল দুশ্চিন্তা নিজেদের নিয়ে। আরও স্পষ্ট করে বললে লিওনেল মেসিকে ঘিরে। পেরুর বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচের পর আর বিশ্রাম নেয়নি আর্জেন্টিনা দল। তবে কোয়ার্টার ফাইনাল সামনে রেখে অনুশীলন শুরুর পর আর্জেন্টিনা দলের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ থাকবে মেসির ফিটনেসের ওপর।
আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, অনুশীলনে কোচ লিওনেল স্কালোনি সতর্কতার সঙ্গে দলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। দল নিয়ে যেসব দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা আছে, সেগুলো নিয়ে তিনি বিশেষভাবে কাজ করবেন। এ মুহূর্তে আর্জেন্টিনা দলের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার নাম যে মেসি, তা আলাদা করে না বললেও চলে। গ্রুপ পর্বে চিলির বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে পুরোপুরি ফিট না হয়ে খেলেছেন মেসি।

দ্রাবিড় কোচ পদে থাকছেন না, জানালেন জয় শাহ

আপনজন ডেস্ক: রাহুল দ্রাবিড় কেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতের কোচের দায়িত্ব ছাড়বেন, সেই প্রশ্ন উঠেছিল এই টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই। তখন শুধু জানা গিয়েছিল, ভারতের প্রধান কোচ পদে দ্রাবিড় পুনরায় আবেদন করবেন না। এরপর ভারত দ্রাবিড়ের অধীন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল এবং ভারতীয় কিংবদন্তি এর মধ্য দিয়ে জাতীয় দলের হয়ে তাঁর বিশ্বকাপ জিততে না পারার খরাও কাটালেন। কিন্তু এখন বাজছে বিদায়ের সুর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের কোচ পদ থেকে 'দ্য ওয়াল'খ্যাত দ্রাবিড়ের বিদায়ও নিশ্চিত হলো। এমন মুহূর্তেও সেই পুরোনো প্রশ্নটি উঠছে, কেন? দ্রাবিড় কেন নতুন মেয়াদে ভারতের কোচের দায়িত্ব আর পালন করতে চান না, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ।
বার্বাডোজে সংবাদকর্মীদের জয় শাহ বলেছেন, 'তিনি (দ্রাবিড়) আমাকে বলেছেন, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি (কোচের দায়িত্ব) ছাড়তে চান এবং আমরা তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই। মেয়াদ বাড়াতে আমি তাঁকে জোর করিনি।' খেলোয়াড় হিসেবে প্রশংসার পর কোচ হিসেবেও ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রাবিড়ের অবদানের প্রশংসা করেন জয় শাহ, 'রাহুল ভাই সাড়ে পাঁচ বছর ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করেছেন। তিনি তিন বছর জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির পরিচালক ছিলেন। এরপর আড়াই বছর ভারতের প্রধান কোচ পদে ছিলেন।' ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর দ্রাবিড়ের মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাখ্যায় বিসিসিআই সচিব বলেন, 'এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে অধিনায়ক রোহিত শর্মার অবদান যতটা, রাহুল দ্রাবিড়েরও ততটাই অবদান। তিনি ভারতকে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং চলে যেতে চাননি। কারণ, নিজের কাজটা তিনি শেষ করতে চেয়েছিলেন।'
চলতি মাসের শেষ দিকে সাদা বলের সংস্করণে সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবে ভারত। তখন থেকে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল নতুন প্রধান কোচ পাবে বলে জানিয়েছেন জয় শাহ। তবে নতুন কোচ পদে কাকে নেওয়া হবে, সেটি প্রকাশ করেননি তিনি, 'সিএসি সংক্ষিপ্ত তালিকায় দুজনকে রেখেছে এবং তাঁদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছে। তারা যে সিদ্ধান্তই নিক, এর মধ্যেই থাকবে। ভিভিএস লক্ষ্মণ জিম্বাবুয়ে যাবেন, তবে শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে নতুন কোচ যোগ দেবেন।' ভারতের প্রধান কোচ পদে দ্রাবিড়ের জায়গায় গৌতম গম্ভীরের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার গুঞ্জন জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, কোচের পদে আবেদন করেছেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার ও মেয়েদের জাতীয় দলের কোচ ডব্লুভি রমণও। শ্রীলঙ্কায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। ২৭ জুলাই থেকে শুরু হবে সিরিজ।

বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আইসিসি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন নিয়ে আইসিসির একাধিক বোর্ডের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে এ মাসে অনুষ্ঠেয় আইসিসির সভায় প্রশ্ন তোলা হবে বলেও জানা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে আয়োজিত বিশ্বকাপে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্রে এবারই প্রথম আইসিসির কোনো বৈশ্বিক ট্রফি অনুষ্ঠিত হলো, যদিও গ্রুপ পর্বের পরে সেখানে কোনো ম্যাচ হয়নি। সুপার এইট, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন ভেন্যুতে।
ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সদ্য সমাপ্ত এ টুর্নামেন্ট নিয়ে সামনের সভায় প্রশ্ন তুলবে আইসিসির একাধিক সদস্য।
নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামসহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাধিক পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। টি-টোয়েন্টির আদর্শ বিজ্ঞাপন হতে পারে কি না এমন পিচ, বিশ্বকাপ চলার সময়ই এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। যদিও কঠিন পিচের কারণে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য ছিল, সেটিও অনেকে মনে করেন।
তবে বিশ্বকাপজুড়েই লজিস্টিক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। যুক্তরাষ্ট্রসহ মোট সাতটি দেশে হয়েছে বিশ্বকাপ।
ক্যারিবিয়াতে এক ঘণ্টার ফ্লাইটেও মাঝেমধ্যে ২০ ঘণ্টা লেগেছে। গায়ানায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পর ফাইনালের ভেন্যু বার্বাডোজে যাওয়ার সরাসরি কোনো ফ্লাইট ছিল না।
ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলেছিল ইংল্যান্ড, তবে গায়ানায় ব্রিটিশ প্রিন্ট মিডিয়ার মাত্র একজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আইসিসি তাদের চার্টার ফ্লাইটে সাংবাদিকদের গায়ানা থেকে বার্বাডোজে আনে। তবে সমর্থকদের স্বাভাবিকভাবেই সে সৌভাগ্য হয়নি। ফাইনালে দর্শক উপস্থিতি ভালো থাকলেও গ্যালারি পূর্ণ ছিল না।
গায়ানায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে একাধিকবার। তবে সে ম্যাচের জন্য কোনো রিজার্ভ ডে ছিল না। ভারত আবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই জানত, সেমিফাইনালে উঠলে তারা কোন মাঠে খেলবে। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করলেও তারা কোন মাঠে খেলবে, সেটি তাই নিশ্চিত ছিল না। এ নিয়মের সমালোচনাও করেছেন অনেকে।
ভারতীয় উপমহাদেশের, বিশেষ করে ভারতের টেলিভিশন দর্শকদের কথা মাথায় রেখে একটি সেমিফাইনাল, ফাইনালসহ অনেক ম্যাচই শুরু হয়েছিল স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। সাধারণত টি-টোয়েন্টি ফ্লাডলাইটের নিচেই বেশি জমে বলে মনে করেন অনেকে। ভারতের টেলিভিশন দর্শকদের কথা মাথায় রেখে করা এ সূচির ছাপ ছিল ফাঁকা গ্যালারিতেও।
অবশ্য এবারই প্রথম ২০টি দল নিয়ে হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। সামনে দলের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে কি না, সে আলোচনাও উঠেছে। ২৪টি দল নিয়ে বিশ্বকাপ হলে ছয়টি দলের চারটি গ্রুপ হবে। এর মানে ভারতের মতো দলের ম্যাচও একটি বাড়বে। ফলে ব্রডকাস্টারদের কাছে সেটি আকর্ষণীয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে আইসিসির কর্মকর্তারা ক্রিকবাজকে বলেছেন, দলের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা এখনই তাদের নেই। ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, সেখানেও খেলবে ২০টি দলই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের তার পরের দুটি আসর ২০২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এবং ২০৩০ সালে যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ওই দুটি আসরে দলের সংখ্যা বাড়ানোর সম্ভাবনা অবশ্য এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

রদ্রিকে কম্পিউটার বললেন স্পেন কোচ

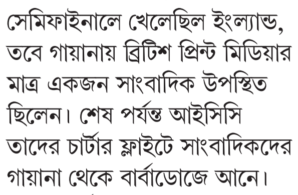

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচে চারটা গোল করেছে স্পেন, এর মধ্যে রদ্রির মাত্র একটা। কিন্তু শুধু গোলসংখ্যায় কি আর অবদান পুরোপুরি বোঝা যায়?
কাল রাতে ইউরোর শেষ ষোলোয় জর্জিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে স্পেন। কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করা এই জয়ের পর রদ্রিতে যারপরনাই মুগ্ধ স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার নিজের জায়গায় তো বটেই, আক্রমণ ও রক্ষণে, পাসিংয়ে সমানতালে খেলেছেন। উয়েফার রায়ে হয়েছেন ম্যাচসেরাও। ম্যাচ শেষে স্পেন কোচ তাঁকে অভিহিত করেছেন কম্পিউটার বলে। রোববার কোলন স্টেডিয়ামে লে নরম্যান্ডের আত্মঘাতী গোলে ১৮ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে স্পেন। তবে ম্যাচটা যে স্পেনের নাগালেই আছে, বল পায়ে প্রতিবার সেটাই বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন রদ্রি। গোল হজমের পরের দৃশ্যপটের বর্ণনা দিয়ে লা ফুয়েন্তে বলেন, 'গোল হজমের পর, বিশেষ করে আত্মঘাতী গোলের পর কিছুটা সময় নার্ভাসই কাটার কথা। এমনটাই হয়। তবে আমরা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছি, ছেলেরাও খেলার ধারাটা পড়তে পেরেছিল। বিরতির সময় আমরা স্থিরই ছিলাম। খেলোয়াড়েরা জানত, তাদের কী করতে হবে।' ম্যাচের ৩৯ মিনিটে স্পেনকে সমতায় ফেরান রদ্রি।

'কোহলিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বোলাররা', বললেন মাঞ্জরেকার

আপনজন ডেস্ক: ৫৯ বলে ৭৬ রান—টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ১২৮.৮১ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটি খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন বিরাট কোহলি। তবে কোহলি নন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের ৭ রানের জয়ে বোলারদের কারোরই সেরার স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল মনে করেন সঞ্জয় মাঞ্জরেকার। ভারতের এই সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার বলেছেন, বিশ্বকাপ ফাইনালে বোলাররাই কোহলিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। জিম্বাবুয়ের সাবেক অধিনায়ক অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও মনে করেন এমনটাই। তাঁর মতে, শেষ মুহূর্তে খেই হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ না হারলে কোহলির ইনিংসটি নিয়ে সমালোচনা হতো।
শনিবার বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। ৩৪ রানে ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর অক্ষর প্যাটেল ও শিবম দুবের সঙ্গে দুটি বড় জুটি গড়েন কোহলি। ১৯তম ওভারে আউট হওয়ার আগে কোহলি ব্যক্তিগত পঞ্চাশে পৌঁছাতে খেলেন ৪৮ বল। একই সময়ে অক্ষর ৪৭ রান করতে খেলেন ৩১ বল, দুবে ২৭ রান করতে ১৬ বল। রান তাড়ায় জয়ের খুব কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে যশপ্রীত বুমরা ও হার্দিক পান্ডিয়াদের দুর্দান্ত ডেথ বোলিংয়ের কারণে শেষ ৩০ বলে ৩০ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেনি প্রোটিয়ারা। নাগালে থাকা ম্যাচ অবিশ্বাস্যভাবে হেরে যায় ৭ রানে। ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার পান কোহলি। বোলাররা ভালো বোলিং না করলে কোহলির ইনিংসটি কাজে আসত না বলে মনে করেন মাঞ্জরেকার।
ইএসপিএনক্রিকইনফোর পোস্ট ম্যাচ শোতে তিনি বলেন, '(কোহলির) এমন একটা ইনিংসের কারণে হার্দিক পান্ডিয়ার সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ব্যাটসম্যান মাত্র দুটি বল খেলার সুযোগ পেল। ভারত ব্যাটিং ভালো করেছে। কিন্তু কোহলি এমন একটা ইনিংস খেলেছে, যেটা ভারতকে একেবারে এক কোনায় ঠেলে দিতে পারত। সেটা প্রায় হয়েও গিয়েছিল, কিন্তু বোলাররা এসে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'
শেষ দিকে বুমরাদের বোলিংই ম্যাচ জিতিয়েছে মন্তব্য করে মাঞ্জরেকার বলেন, 'ভারত হারের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের সম্ভাবনা ছিল ৯০ শতাংশ। এরপর ম্যাচের মোড় ঘুরে যাওয়া আদতে কোহলির ইনিংসকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কারণ, সে প্রায় অর্ধেক ইনিংস ব্যাট করে রান করেছে ১২৮ স্ট্রাইক রেটে। আমার চোখে ম্যাচসেরা বোলারদের কেউ। কারণ, ওরাই ম্যাচটা হারের মুখ থেকে টেনে এনে ভারতকে জিতিয়েছে।'
মাঞ্জরেকারের মতো একই মত জানান জিম্বাবুয়ের সাবেক ক্রিকেটার অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও, 'ভারত যদি ওখানে আটকে যেত, কোহলির ব্যাটিং নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হতো। ম্যাচের বিরতিতে মনে হয়েছিল ভারত যথেষ্ট পুঁজিই তুলতে পেরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য তাড়া করা কঠিন ছিল।'

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের ৬

আপনজন ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন ভারতের ৬ ক্রিকেটার। তবে চ্যাম্পিয়ন ভারতের অর্ধেকের বেশি খেলোয়াড় সেরা দলে ঢুকলেও রানার্সআপ দক্ষিণ আফ্রিকার একজনও নেই। শনিবার বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে প্রোটিয়াদের ৭ রানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টির ট্রফি জেতে ভারত। ফাইনালে খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ না থাকলেও সেমিফাইনালে ওঠা আফগানিস্তানের তিনজন আছেন সেরা একাদশে। আর সেমিফাইনালে না উঠলেও বিশ্বকাপের দলে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার একজন করে। আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে। আইসিসির পক্ষে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ গঠনের দায়িত্বে ছিলেন দুই ধারাভাষ্যকার ভারতের হার্শা ভোগলে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইয়ান বিশপ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রডকাস্টার কাস নাইডু এবং আইসিসির ক্রিকেটবিষয়ক মহাব্যবস্থাপক ওয়াসিম খান। ১ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছে ২০টি দল। এর মধ্যে প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ে যাওয়া দলগুলো ন্যূনতম ৪ ম্যাচ করে খেলেছে।
বিশ্বকাপের সেরা দলের জন্য অধিনায়ক ও ওপেনার হিসেবে ভারতের রোহিত শর্মাকে বেছে নিয়েছেন বিচারকেরা।

এক ম্যাচ নিষিদ্ধ উরুগুয়ের কোচ

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনির পর কোপায় এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলেন উরুগুয়ের আর্জেন্টাইন কোচ মার্সেলো বিয়েলসা । দুটি ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে দেরি করে ঢোকায় আগের দিন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনিকে পেরুর বিপক্ষে ম্যাচে নিষিদ্ধ করেছিল কনমেবল। এবার একই অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় উরুগুয়ের কোচ বিয়েলসাকেও এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে সংস্থাটি। উরুগুয়ে গ্রুপের শেষ ম্যাচে লড়বে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে।
আগের দুই ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার নিশ্চিত করে রেখেছে তারা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই ম্যাচটি জীবন-মরণ লড়াই। এই ম্যাচে ডাগ আউটে থাকতে পারবেন না বিয়েলসা। শুধু তাই নয়, ম্যাচের আগে ও পরে সংবাদ সম্মেলনেও থাকতে পারবেন না তিনি।
এবারের কোপায় নিষিদ্ধ হওয়া চার কোচই আর্জেন্টাইন। এর আগে লিওনেল স্কালোনির পাশাপাশি চিলির কোচ রিকার্ডো গারেচা ও ভেনেজুয়েলার কোচ ফার্নান্দো বাতিস্তাকে একই অভিযোগে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছিল লাতিন আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**